For Classified Advts
8420669741
eoiclassified@gmail.com

কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

www.lipidigital.in Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com ৮ পাতা

Vol - XXI, ISSUE - 124 শিলিগুড়ি ● রবিবার ● ২৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ ● ১২ জুলাই, ২০২৬ ● SILIGURI ● SUNDAY ● JULY 12, 2026 ₹ 3

রেকর্ড রশ্মিকার

বিয়ের পর খুব বেশিদিন বিরতি না নিয়েই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায় ফিরলেন রশ্মিকা মন্দানা। বর্তমানে এক মেগাবাজেট তামিল সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত নায়িকা। আর সেই ছবির সুবাদেই প্রথম ভারতীয় নায়িকা হিসেবে বড় নজির গড়লেন রশ্মিকা মন্দানা। অভিনেত্রীকে দু'দিন প্রায় ২০ ঘণ্টা জলের নিচে কাটাতে হয়েছে।

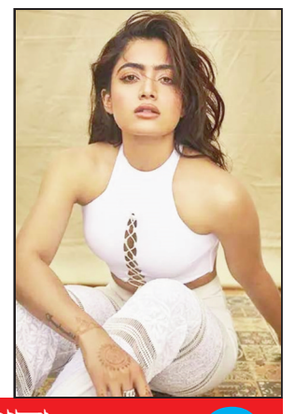

মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে ফের কৃষ্ণনগরে মুখ্যমন্ত্রী

এস, কে, বিশ্বাস, রানাঘাট ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের সভা শেষ করে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান।

মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা ও রেজিনগরের জনসভায় যোগ দেওয়ার পর, কলকাতায় ফেরার পথে তিনি কৃষ্ণনগরের সার্কিট হাউসে পৌছে অল্প কিছু সময়ের জন্য প্রশাসনিক কর্তা ও দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সময় কাটান। উপস্থিত ছিলেন, নদিয়া জেলা শাসক, কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপার সহ রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কেন্দ্রের বিধায়ক তারকনাথ চ্যাটার্জি,বিজেপি রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহাদেব সরকার, বিজেপি নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন কুমার বিশ্বাস, বিজেপি নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী সহ বিজেপি মহিলা মোর্চার জেলা নেত্রী অনিন্দিতা দাস। সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সহ রাজ্য সরকারের বেশকিছু জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন উপলক্ষে জেলার ভূমিকা এবং আগামীর কর্ম পদ্ধতি বিষয়েও আলোকপাত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিক মুখ্যমন্ত্রী কে কাছে পেয়ে সকলেই খুশি।

জীবনরেখাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি পূর্ব রেলের আহ্বান

কলকাতা ঃ প্রতিটি দিন পূর্ব রেলের ট্রেনে চড়ে লক্ষ লক্ষ স্বপ্ন ডানা মেলে। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে যাত্রা করা কোনো শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখতে ছুটে যাওয়া কোনো মেয়ে, কিংবা হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে বাড়ি ফেরা কোনো শ্রমিক; সবাই রেললাইনের এই ছন্দময় গুঞ্জনে একসূত্রে গাঁথা। পূর্ব রেলের কাছে যাত্রীরা কেবল যাত্রী নন, তাঁরা পূর্ব রেল পরিবারের সদস্য। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার প্রতি এই গভীর দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর জোর দিয়ে বলেছেন যে, রেলওয়ে সাধারণ মানুষেরই সম্পদ। তবে, এই সুন্দর ও যৌথ ভ্রমণকে সুরক্ষিত রাখতে পূর্ব রেল কঠোর অবস্থানে রয়েছে যারা 'রেল রোকো' আন্দোলনের মাধ্যমে যাত্রীদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাবে, তাঁদের স্বপ্নে বাধা সৃষ্টি করবে বা রেলের সম্পত্তির ক্ষতি করবে, তাদের চরমতম আইনি পরিণতির মুখে মুখি হতে হবে। ভারতীয় রেল কেবল লোহা, ইস্পাত আর পাথরের কাঠামো নয়; এটি সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে ওঠা দেশের এক জীবন্ত জীবনরেখা। যখন একটি ট্রেনকে থামিয়ে দেওয়া হয় বা কোনো কোচের ক্ষতি করা হয়, তখন কেবল সরকারের ক্ষতি হয় না; চরম ভোগান্তিতে পড়েন চিকিৎসা সামগ্রীর অপেক্ষায় থাকা কোনো রোগী, জীবিকা হারান কোনো দিনমজুর, আর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় কোনো পরিবারকে। এই ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে যাত্রীদের সফরকে সুরক্ষিত রাখ তে, সদ্য প্রণীত 'জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬'-এর অধীনে আইনি কাঠামোকে আরও

শক্তিশালী করা হয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়ার পর এই ঐতিহাসিক আইনটি ইতিমধ্যেই ভারতের গেজেটে (Gazette of India) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই আইনের আওতায়, রেলওয়ে অ্যাক্ট, ১৯৮৯-এর বিভিন্ন ধারায় কঠোর সংশোধনী আনা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো যারা যাত্রীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং রেলের শৃঙ্খলার সাথে আপস করে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।যাত্রাপথে যাত্রীদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা পূর্ব রেলের কাছে অত্যন্ত পবিত্র একটি বিষয়, আর সেই কারণেই ১৪৫ নম্বর ধারাটিকে আরও কঠোর করা হয়েছে। এখন থেকে ট্রেনের ভেতর বা রেল চত্বরে মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা, যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করা, কোনো ধরনের উপদ্রব বা অশ্লীল আচরণ করা, গালিগালাজ বা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা, কিংবা রেলের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবায় হস্তক্ষেপ করার অপরাধে অবিলম্বে ১,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। তা ছাড়া, স্পষ্ট সতর্কবার্তার পরেও যদি কেউ এই ধরনের উপদ্রব চালিয়ে যায়, তবে তার জন্য সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডেরই কঠোর বিধান রাখা হয়েছে, যাতে কোনো উপদ্রবকারী পার পেয়ে যেতে না পারে।একইভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে, ১৪৬ নম্বর ধারাটি সংশোধন করে রেলকর্মীদের আইনি কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ও শাস্তির বিধান বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পূর্ব রেলের কর্মীরা কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন। পাশাপাশি, ১৫৫ নম্বর ধারার অধীনে, রেল প্রশাসনের নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘনের জরিমানা সংশোধন করা হয়েছে। এখন উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ২,০০০ টাকা এবং উপ-ধারা (২)-এর অধীনে ১, ০০০ টাকা নির্দিষ্ট জরিমানা করা হয়েছে। কোনো অপরাধী এই জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট আদালতের ক্ষমতা রয়েছে তার ওপর আরও ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করার। এমনকি প্ল্যাটফর্মের বাইরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকেও সুরক্ষিত করা হয়েছে ১৫৯ নম্বর ধারার অধীনে। রেল চত্বরের ভেতরে কোনো যানবাহনের চালক বা কন্ডাক্টর যদি রেলকর্মী বা পুলিশ অফিসারের আইনি নির্দেশ অমান্য করেন বা যানজটের সৃষ্টি করেন, তবে এখন ৫০০ টাকা জরিমানা করা হতে পারে। অপরাধী যদি জরিমানা দিতে অস্বীকার করে, তবে কারাদণ্ড বা আদালতের মাধ্যমে অতিরিক্ত জরিমানার কঠোর বিধানও রয়েছে।পূর্ব রেল দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছে যে, রেল সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা, অভিযোগ বা দাবির বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত। কথা বলতে, শুনতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করতে রেল কর্তৃপক্ষ সবসময় সচেষ্ট। পূর্ব রেলের সাথে যোগাযোগ করার এবং আপনার সমস্যা সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর একাধিক অফিসিয়াল ও আইনি পথ রয়েছে। জনসাধারণের কাছে আন্তরিক অনুরোধ, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দয়া করে এই উন্মুক্ত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করুন। এমন কোনো বেআইনি কার্যকলাপ, আন্দোলন বা বিশৃঙ্খলার পথ বেছে নেবেন না যা আপনার সহনাগরিকদের চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, ট্রেন হল দেশের ধমনী, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বহন করে। পূর্ব রেল হাত জোড় করে শ্রদ্ধেয় জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে দয়া করে 'রেল রোকো' করবেন না বা রেলের সম্পত্তির ক্ষতি করবেন না। আপনার এক মুহূর্তের রাগ অন্য কারও অত্যন্ত জরুরি যাত্রাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। পূর্ব রেল যেমন যাত্রীদের পরম স্নেহে পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তেমনই এটিও স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা যাত্রীদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করবে বা এই জাতীয় সম্পদ নষ্ট করবে, তাদের বিরুদ্ধে এই নতুন সংশোধিত আইনের অধীনে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে পূর্ব রেল বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

'ডিএম টু পিএম'প্রকল্পের আশ্বাস জগন্নাথ সরকারের

এস, কে, বিশ্বাস, রানাঘাট ঃ নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের অন্দরেই অনাস্থা প্রস্তাব পেশ এবং তা ৩১ ভোটে পাস হওয়ার পর, জেলা পরিষদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তৃণমূলের এই দ্বন্দ্বকে দলের দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।সাংসদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে তৃণমূল সরকার বাংলায় চলছিল, তা আজ সমাপ্তির পথে। এতটাই তারা দুর্নীতি করেছে যে তা চারদিকে এখন স্পষ্ট। নদিয়া জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্র দেখা গেল। সভাধিপতির বিরুদ্ধে খোদ তৃণমূলেরই একটা বড় অংশ অনাস্থা এনেছে এবং ৩১ ভোটে তা পাসও হয়েছে। ফলে বর্তমানে জেলা পরিষদে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। জগন্নাথ বাবু জানান, নদিয়া জেলা পরিষদে বিজেপির বর্তমানে ৬ জন সদস্য-সদস্যা রয়েছেন, যার মধ্যে ওবিসি প্রতিনিধিও আছেন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদের জন্য স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নিজস্ব প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, তৃণমূলের একাংশ যদি মনে করে আবার তাদের নেতৃত্বেই জেলা পরিষদ গঠিত হবে এবং তা স্বচ্ছ হবে; সেটা সম্ভব নয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র বিকল্প হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই জেলা পরিষদে আমাদের সমর্থক ও প্রস্তাবক থাকায় আমরা স্বচ্ছতার মুখ হিসেবে প্রার্থী দিতে চাই। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে চান, তারা বাইরে থেকে আমাদের প্রার্থীকে সমর্থন করতেই পারেন। নদিয়ার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজেপির বোর্ড গঠন করা কতটা জরুরি, তা বোঝাতে গিয়ে সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশেষ কাঠামোর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিজেপির সভাধিপতি হলে সরাসরি 'ডিএম টু পিএম' যোগসূত্র স্থাপন করে কেন্দ্রের অতিরিক্ত তহবিল নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এই জেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে;কৃষি, শিল্প, বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা এবং সর্বোপরি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিজেপির বোর্ড এলে আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শয়ে শয়ে কোটি টাকার কেন্দ্রীয় স্কিম এনে নদিয়ার দ্রুত উন্নয়ন করতে পারব। উন্নয়নের ক্ষেত্রে দলমত বা ধর্মের ভেদাভেদ করা হয় না দাবি করে রানাঘাটের সাংসদ যোগ করেন, আমাদের নীতি হলো 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বানারহাট বিডিও অফিসে চা-বাগান শ্রমিকদের বিক্ষোভ

খাদিমুল ইসলাম, বানারহাট ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সুবিধার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বানারহাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভে সামিল হলেন একাধিক চা-বাগানের মহিলা শ্রমিক। শুক্রবার রিয়াবাড়ি, নিউ ডুয়ার্স, বানারহাট, কারবালা-সহ বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকরা বিডিও অফিসে গিয়ে বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করলেও এখনও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েনি। চা-বাগানের শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দাবি করেন।

ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে বানারহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিডিওর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ চলার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতির জেরে বিডিও বাইরে এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আশ্বাস দেন, আবেদনকারী প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পৌঁছে যাবে। এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। তবে দ্রুত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চা-বাগানের শ্রমিকরা।

ভাগীরথীর তীরে অবৈধ দখলদারি, হুঁশিয়ারি শান্তিপুরের বিধায়কের

এস, কে, বিশ্বাস, রানাঘাট ঃ নদীমাতৃক বাংলার ঐতিহ্যের ধারক ভাগীরথীর তীরে গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে এবার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করলেন শান্তিপুরের বিজেপি বিধায়ক স্বপন কুমার দাস। নৃসিংহপুর কালনাঘাট এলাকায় সরকারি জায়গা দখল করে চলা এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, নদীর সৌন্দর্য নষ্ট করে কোনো অসামাজিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।

প্রসঙ্গত গতকাল নৃসিংহপুর কালনাঘাটে প্রস্তাবিত বাস ডিপো এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিধায়ক দেখেন, সরকারি জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে দোকানপাট ও বিভিন্ন অবৈধ নির্মাণ। স্থানীয় প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখেই এই দখলদারি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ বিধায়ক স্বপন কুমার দাস বলেন, ভাগীরথীর দুই পাড়কে সুন্দর করে সাজানোই আমাদের লক্ষ্য, যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে পারে। কিন্তু বিনা অনুমতিতে সরকারি জমি দখল করে যে জবরদখল চলছে, তা অবিলম্বে উচ্ছেদ করা

হবে। জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আমি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।স্ক্ষ তিনি আরও যোগ করেন, শান্তিপুরের মানুষের সুবিধার জন্য যে বাস টার্মিনাল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো দূষণ বা বেআইনি কাজ হতে দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে বিডিও সব্যসাচী রায় জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরেই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিএলআরও-কে জানানো হয়েছে এবং তারা নিজস্ব প্রতিনিধি পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন। সেখ নে বর্তমানে সার্ভে বা জমি মাপার কাজ হয়েছে। জমি মাপার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অবৈধ নির্মাণের এই ঘটনাটি পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট'-এর আওতায় পড়ে। এটি স্পষ্টতই একটি অবৈধ নির্মাণ এবং প্রশাসন এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।বিষয়টি নিয়ে সরব বিএলআরও বিজন দেবনাথ জানান, ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্মাণ বন্ধের আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে। যে এলাকাগুলোতে মাপজোক করা হয়েছে, তার অধিকাংশ জায়গাই সরকারি। কালনাঘাটের পাশাপাশি হরি নদীর তীরবর্তী এলাকাতেও অবৈধ দখলের অভিযোগে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সরকারি জমিতে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

নগর উখরা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ধুমধুমার কান্ড

এস, কে, বিশ্বাস, রানাঘাট ঃ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ভাঙ্গিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত বোর্ড দখল করবে এমনটাই ভাবনা ছিল। তাতে জল ঢেলে দিল তৃণমূলের বাকি সদস্যরা। হরিণঘাটা ব্লকের নগরউখড়া ২ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের তলবি সভা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। পঞ্চায়েত প্রধান রবিউল ইসলাম বেশ কয়েকদিন আগেই পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর আজকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুপুর ১টায় তলবী সভার দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল । বিজেপির চার সদস্য নির্বাচন কক্ষে ঢুকে গেলেও তৃণমূলের ১৬ জন সদস্য কে নির্বাচন কক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাদের অন্য ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিপিএমের দুজন সদস্য তলবী সভায় উপস্থিত হননি। এরকম পরিস্থিতিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফোরাম না হওয়ায় এই তলবী সভা বাতিল করে দেওয়া হয় । পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে বিশাল সংখ্যক বিজেপি কর্মীরা জমায়েত হয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন। তাদের হাতে ছিলো ডিম। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা বেরোলেই তাদের ওপর ডিম থেরাপি দেওয়া হবে বলে সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয়ে তৃণমূল সদস্যরা পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরোতে পারছিলেন না।হরিণঘাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ হয়ে ওঠে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললেও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা ভেতরেই ছিল আটকে। এমতাবস্থায় দুপুর

গড়াতেই পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে হাজির হন বিজেপির বিধায়ক অসীম সরকার। তিনি এসে বিজেপি কর্মীদের শান্ত করবার ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেন। যারা বাইরে ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের বেশ কিছু জনের থেকে তিনি ডিম চেয়ে নিয়ে বলেন আমরা কোন অশান্তি চাই না কোন রকম গন্ডগোল কিছু আর হবে না- এরপর কবিতার ছলে ছড়া কেটে তিনি বলেন, ডিম এবার আমার হাতে/ গন্ডগোল এখন নেই তাতে / আমি খাব ডিম ভাতে। বিজেপি বিধায়কের উপস্থিতিতে পুলিশ দড়ি দিয়ে এলাকায় ঘিরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন এবং বিজেপি কর্মীদের দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের বড় ভ্যান নিয়ে এসে পঞ্চায়েত অফিস থেকে একে একে তৃণমূল কর্মীদের গাড়িতে তুলে নিরাপদে বের করেন। পুলিশের গাড়িতে উঠে কোন রকমে এলাকা ছাড়েন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা। এরই মধ্যে কয়েকজনের হাতে থাকা ডিম পঞ্চায়েত সদস্যদের ওপর ছুড়ে মারা হলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

পড়ুয়াদের বাল্য বিবাহ, মানব পাচার এবং সাইবার অপরাধ নিয়ে সচেতনতা শিবির

নববারাকপুর ঃ শুক্রবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে নববারাকপুর থানার সহযোগীতায় স্থানীয় নববারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুলে কমিউনিটি সভাঘরে বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সাইবার ক্রাইম, বাল্য বিবাহ রোধ এবং মানব পাচার নিয়ে আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস, নববারাকপুর থানার সাইবার টিমের এসআই সৌমেন দাস, লেডি কনস্টেবল মাম্পি সরকার সহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ। সাইবার সচেতনতা সহ বাল্য বিবাহ রোধ এবং মানব পাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে অপরাধ দমনে কি করনীয় এবং কি করনীয় নয় বিস্তারিত আলোকপাত করেন আধিকারিকরা। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ধৈর্য্য সহকারে সেমিনার অংশগ্রহণ করেন এদিন। এছাড়া ও বিভিন্ন সরকারি হেল্পলাইন নম্বর গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অসুস্থ বৃদ্ধকে চিকিৎসা করে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

নববারাকপুর ঃ দুর্যোগের পরিস্থিতিতেও পুলিশের মানবিক মুখ দেখল নব ব্যারাকপুরবাসি। রাস্তায় অসুস্থ বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরাল থানার পুলিশ। পুলিশ সমাজের বন্ধু, আইন নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের পাশে থেকে সাহায্যের কাজই যার মুল লক্ষ্য। সেই পুলিশেরই এমন মানবিক মুখ দেখে প্রশংসা করছেন সমাজের সব মহল। বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তায় পড়ে গিয়ে শারীরিক ভাবে অসুস্থ ৮০ বছরের বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে স্থানীয় পুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তার নিজের বাড়িতে পৌঁছে দিল নব বারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ। পুলিশের এই তৎপরতায় পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান ওই বৃদ্ধর পরিবারের লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ বারাকপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম আগাপুর তালুকদার মোড়ে। রাতে পুলিশের কাছে খবর যায় এক বয়স্ক বৃদ্ধ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই কর্তব্যরত পুলিশ গিয়ে শারীরিক ভাবে অসুস্থ ওই বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে। পুলিশ দেখে, তার চোখে মুখে হাতে রক্ত লেগে রয়েছে। মুখ চোয়াল নাক গালে চাপচাপ রক্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করলে বৃদ্ধ কাতর স্বরে তার নিজের নাম কালিপদ মন্ডল এবং ছেলেদের নাম সহ ঠিকানা বাসস্থান হিসেবে দোহারিয়া কথা বলতে পারে। এরপরই, পুলিশ আহত বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে স্থানীয় পুরসভার ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনে জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। চিকিৎসার পর তাকে পুলিশের গাড়িতে করে হাসপাতাল থেকে রাতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শৈলেশনগর দোহারিয়া এলাকায় তার বাড়িতে পরিবারের লোকজন দের হাতে তুলে দিয়ে আসে। বাবা কে ফিরে পেয়ে মেয়ে সরস্বতী মন্ডল জানান বাবা শারীরিক ভাবে অসুস্থ। মাঝে মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আবার চলে আসেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। রাতে নববারাকপুর থানার পুলিশ আধিকারিক বাবাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাড়িতে দিয়ে যান। থানার পুলিশ কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আর এর মধ্য দিয়েই যেন পুলিশের তরফে বড় বার্তা দেওয়া হল, পুলিশ কে ভয় নয়, ভরসা করার। দুঃসময়ে এভাবেই পুলিশ নাগরিকদের পাশে থেকে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। পুলিশের এমন মানবিকতায় পরবর্তী সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ পুলিশের মাধ্যমে অন্যায়কে রোধ করার পাশাপাশি সুস্থ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে বড় ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ১২ জুলাই, ২০২৬
Siliguri • Sunday• July 12, 2026
Arthik Lipi, Page 2

সূর্যপুরে উত্তেজিত জনতার মারে নিহত যুবক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যু নিছক গণপিটুনি নয়, বরং তা একটি সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ড ঃ শুভেন্দু অধিকারী

নিহতের বাবা-মায়ের হাতে ২৫ লক্ষ টাকার সরকারি চেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর : সূর্যপুরে উত্তেজিত জনতার মারে নিহত যুবক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যু নিছক গণপিটুনি নয়, বরং তা একটি সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ড। শনিবার নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনে পরাজিত শক্তির উস্কানির পাশাপাশি এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে অতিবাম ও উগ্র মৌলবাদী একই সঙ্গে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফুলতলায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অশান্তিতে নিহত প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের পরিবারকেও ১০ লক্ষ টাকার আর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার বারুইপুরে ইন্দ্রজিতের জীর্ণ বাসভবনে পৌঁছে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, নাম আর পরিচয় দেখে একটা ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবকের হাত-পা বেঁধে যেভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে, তা কোনও সাধারণ গণপিটুনি নয়, ঠান্ডা মাথার খুন। নির্বাচনে যারা হেরেছে, তাদের উস্কানিতেই এই ঘটনা। এর পিছনে উগ্রপন্থী, মৌলবাদী বা অতিবামপন্থীদের বড়সড় ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার ভিডিও ও ছবি দেখে ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ করে অপরাধীদের দিঘা ও বকখালি থেকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৩৮ জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে মারার এই জঘন্য অপরাধে যুক্ত থাকা খুনিদের সঙ্গে কোনও আপস বা পেয়ার-মহব্বত করা হবে না। ইন্দ্রজিৎকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় স্বীকার করেও তাঁর পরিবারকে

বারুইপুর

সর্বতোভাবে সুরক্ষিত করতে একগুচ্ছ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের তরফে এদিন নিহতের বাবা-মায়ের হাতে ২৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি নিহতের দাদা বাপি মণ্ডলকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়া হয়েছে। তাঁর পোস্টিং হবে স্থানীয় সূর্যপুর পুলিশ ফাঁড়িতেই। দাঙ্গাকারীদের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইন্দ্রজিৎদের বাড়িটি ইতিমধ্যেই সরকারি খরচে সম্পূর্ণ মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। নিহতের বৃদ্ধ বাবার জন্য অবিলম্বে বার্ধক্যভাতা এবং মায়ের জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, গত ৪ জুলাই বারুইপুরের এক নাবালিকা আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায়। পরদিন, ৫ জুলাই রবিবার সকালে একটি পুকুর থেকে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ ওঠে, নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে এবং মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল বুধবার সকালে পুলিশি এনকাউন্টারে খতম হয়েছে। তবে গত রবিবার নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর সূর্যপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এবং রাস্তা অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। সেই সময় চরম উত্তেজনার আবহে সম্পূর্ণ সন্দেহের বশে এবং ভুল বোঝাবুঝির জেরে অটোচালক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে নৃশংসভাবে মারধর করে একদল উগ্র মানুষ, যার জেরে তাঁর মৃত্যু হয়। গত মঙ্গলবারই বারুইপুরে এসে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে নিহত ইন্দ্রজিৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। শনিবার তাঁর সেই বক্তব্যের রেশ টেনেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দিলেন প্রশাসনিক প্রধান।

গোঘাটে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির গোঘাট বিধানসভার অন্তর্গত গোঘাট-১ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভে সামিল হলেন আশা কর্মীরা। স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি তাদের দিয়ে একাধিক অ-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানান তারা। বিক্ষোভকারী আশা কর্মীদের দাবি, তাদের মূল দায়িত্ব স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক কাজও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ই-কেওয়াইসি ও ডাটা এন্ট্রির মতো কম্পিউটার-নির্ভর কাজ করতে তারা অপারগ বলে জানান। তাদের বক্তব্য, তারা কম্পিউটার পরিচালনায় প্রশিক্ষিত নন, ফলে এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন আশা কর্মীরা। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন সরকারি সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। আশা কর্মীদের স্পষ্ট বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্ব তারা পালন করবেন না। এমনকি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও অ-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করবেন না বলেই জানিয়েছেন তারা। বিক্ষোভ চলাকালীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে কিছু সময় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। আশা কর্মীরা দ্রুত তাদের দাবিদাওয়া বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

চারতলা বাড়ির কার্নিশ থেকে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা, হুলুস্থুলু হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: সিনেমার শোলে এবার বাস্তবে। শুক্রবার দুপুরে এক ব্যক্তির আত্মহত্যা চেষ্টাকে ঘিরে হুলুস্থুল টিকিয়াপাড়া এলাকায়। এক ব্যক্তি চারতলা বাড়ির কার্নিশ থেকে ঝাঁপ মারবে বলে চিৎকার করতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ এবং দমকল। তারাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ টিকিয়াপাড়ায় ইস্ট ওয়েস্ট বাইপাস রোডের ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এক বছর ৪০ এর ব্যক্তিকে দেখা যায় চারতলা বাড়ির কার্নিশ ধরে ঝুলছে। পরে তিনি কার্নিশ থেকে জানলায় নেমে আসেন। রাস্তায় ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যা করবে বলে তিনি হুমকি দিতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে ওই বহুতল বাড়ির বাসিন্দারা এবং আশপাশ থেকে লোকেরা ছুটে আসেন। তারা খবর দেন ব্যাটরা থানায়। পুলিশ খবর দেয় দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে। পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে নেয়। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা নিচে জাল পেতে দেয়। দমকল কর্মীরা মই এর সাহায্যে ওই ব্যক্তির কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। এরমধ্যে ফ্ল্যাটের উপর তলার বাসিন্দারা তাকে জানলার সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলেন। পরে পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পথচারীরা। নিয়ে যায় ব্যাটরা থানায়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলা অপারেশনের সময় প্রচুর মানুষ রাস্তায় ভিড় জমান। এর ফলে ইস্ট ওয়েস্ট বাইপাস রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দাশনগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ আধিকারিকরা। তারা দ্রুততার সঙ্গে ট্র্যাফিক জ্যাম সরিয়ে দেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক অবসাদ থেকে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তবে এ ব্যাপারে তার পরিবারের লোকের সঙ্গেও কথা বলা হবে। প্রসঙ্গত শোলে ছবিতে ধর্মেন্দ্রকে এই ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে দেখা যায় । সেই সিনেমার দৃশ্য এবার দেখা গেল হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়।

কন্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া নিয়ে অভিষেককে কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : আদালতের নির্দেশ মতো, আপনাকে আপনার কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে। অবশ্যই তা দিতে হবে। আপনি আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন কেন? শুক্রবার আসানসোলের মহিশীলা কলোনিতে দলের এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ভারতবর্ষে কেউ আইনের ঊর্দ্ধে নয়। তাঁর দাবি, আইন অনুযায়ী সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে এবং আদালতের নির্দেশ সকলের মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আপনি যে দুর্নীতি করেছেন, আপনার দলের লোকেরা যে অত্যাচার করেছে, তার বিচার তো হবেই। আপনি বারবার আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন কেন? আদালতের সামনে আপনাকে আসতে হবে ও বাংলার মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে। এদিন তিনি সরকারের জনমুখী পরিষেবা, নারী সুরক্ষা, জলনিকাশি ব্যবস্থা, জনগণনা এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হল নারী সশক্তিকরণ ও মহিলাদের নিরাপত্তা। রাজ্যের বিভিন্ন থানার দায়িত্বে মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু হয়েছে। প্রতিটি মহকুমায় মহিলা থানায় মহিলাদের নিরাপত্তায় বিশেষ 'পিঙ্ক পেট্রোল' মোতায়েন করা হয়েছে। মহিলাদের উপর কোনো ধরনের অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।বিজেপি বিধায়কদের উদ্যোগে চালু হওয়া 'সেবা কেন্দ্র'-এর প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, এখানে সাধারণ মানুষ আধার কার্ড, আয় শংসাপত্র সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত আবেদন ও সহায়তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাবেন। অতীতে সাধারণ মানুষকে নানা পরিষেবার জন্য ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি বদলানো হচ্ছে। বর্ষাকালে শহরে জল জমার সমস্যা নিয়েও বলেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নয়ন না হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। আপাতত ছোট-বড় নালা, ড্রেন, খাল, ম্যানহোল পরিষ্কার করা হচ্ছে। যেসব এলাকায় জল জমার আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্প প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জনগণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি একটি বৃহৎ প্রশাসনিক কর্মযজ্ঞ। শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি কর্মী সহ সকলকে এই কাজে অংশ নিতে হবে। আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে নিজের কর্মসূচির কথাও জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, ঐ দিন আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেবো। রথযাত্রাকে রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে দেখার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, সব রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষই ভগবান জগন্নাথের উৎসবে অংশ নিতে পারেন।

গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান লাল্টু খাঁ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগে একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে হরিণখোলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আব্দুল আজিজ খান ওরফে লাল্টুকে গ্রেফতার করলো আরামবাগ থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে হরিণখোলা এলাকা থেকেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রধান থাকাকালীন নানান দুর্নীতি তোলাবাজি, মারধর, অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। এবার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর, আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিশেষ পুলিশি নিরাপত্তা দিয়ে তাকে মহকুমা আদালতে আনা হয়। আদালতে তোলার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি নিজে জানি না আমাকে কি কারণে গ্রেফতার করা হলো, যা বলার পরে বলব। উল্লেখ্য, ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি হরিণখোলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ঘটনা প্রসঙ্গে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ জানান, লাল্টু খাঁ যে দুর্নীতি, অত্যাচার করেছে সাধারণ মানুষদের উপর সেটা শুধু আরামবাগবাসি নয় মহকুমাবাসী জানে। সেই অত্যাচারের ফল তারা ভোগ করছে। নতুন সরকার আসার পর একটা কথাই বলা হয়েছে, যারা খুন, মারধর অত্যাচার করেছে এবং সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করেছে তোলাবাজি করেছে তারা কেউ আইনের হাত থেকে ছাড়া পাবে না। আইন আইনের কাজ করবে প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে।

ছাত্রকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ স্কুলের অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ স্কুলের এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ঐ কর্মীকে আটক করে মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ওই ছাত্রকে 'ওরাল সেক্স হারাসমেন্ট' করেন স্কুলেরই ওই অস্থায়ী কর্মী। স্কুল ছুটির পর বাড়ির অভিভাবকদের গোটা বিষয় খুলে বলে ওই ছাত্র। এরপর অভিভাবকদের তরফে যোগাযোগ করা হয় ওই বেসরকারি স্কুলের কর্তৃপক্ষের সাথে। দুপুরের পর গোটা বিষয়টি জানাজানি হতে স্কুলে এসে পৌঁছায় অন্যান্য অভিভাবকেরাও। অভিভাবকের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরই স্কুলেই আটকে রাখা হয় ওই অস্থায়ী কর্মীকে। এরপর মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাকে। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা নিগৃহীত শিশুর পরিবারের তরফে কোন লিখিত অভিযোগ জানানো হয়নি থানায়। স্কুল চত্বরে মোতায়েন পুলিশ বাহিনী।

চুরির ঘটনায় বড় সাফল্য, প্রায় ৬৫ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার, গ্রেফতার ৩ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি : গ্রামীণ জেলা পুলিশের অন্তর্গত বলাগড় থানার তৎপর তদন্তে চুরির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সফল কিনারা করল পুলিশ। অভিযানে চুরি যাওয়া প্রায় ৬৫ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িত ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বলাগড় থানার একতারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরষেডাঙা এলাকার বাসিন্দা এক নিঃসন্তান দম্পতি কর্মসূত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্ডালে বসবাস করতেন। প্রতি সপ্তাহান্তে তাঁরা নিজ বাড়িতে এসে পুনরায় কর্মস্থলে ফিরে যেতেন। গত ২৮ জুন, ২০২৬ তাঁরা কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার পর সেই রাতেই তাঁদের ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। পরদিন প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খবর পেয়ে বাড়িতে এসে তাঁরা দেখতে পান, আলমারি ভেঙে সোনার গয়নাসহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়েছে। এরপর বলাগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বলাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ -এর তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ জুলাই, ২০২৬ বলাগড় থানার ডুমুরদহ ফুলপুকুর এলাকা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তার জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে কুন্তিঘাট শেরপুর এলাকা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে চুরি হওয়া প্রায় ৬৫ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ঘটনায় মোট ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার গয়না আদালতের নির্দেশ ও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য কেউ থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

টানা বর্ষণে ফের সুবর্ণরেখার জলে তলিয়ে গেল ফেয়ার ওয়েদার সেতু, স্থায়ী সেতুর দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: কয়েক দিনের টানা বর্ষণের জেরে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের জলের তলায় চলে গেল গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের মধ্যে সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফেয়ার ওয়েদার সেতু। ফলে দুই ব্লকের হাজার হাজার মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াত কার্যত ব্যাহত হয়েছে। প্রতিদিনের মতো এবারও বর্ষা এলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের চোরচিতা এবং গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখা নদী। এই দুই প্রান্তের মানুষের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা কাঠের তৈরি ফেয়ার ওয়েদার সেতু। তবে প্রতি বছর বর্ষাকালে নদীর জল বাড়লেই সেতুটি তলিয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কয়েক মাস ধরে দুই ব্লকের মানুষের যাতায়াত মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর পর প্রতিবছরই নতুন করে কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয় এবং বছরের বাকি সময় সেই সেতুর উপর দিয়েই চলাচল করেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু বর্ষার সময় নদীর জলস্তর বাড়লেই সেতুটি অচল হয়ে পড়ে। ফলে গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের চোরচিতা, নোটা, গুড়মা-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘ পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হয় ।সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন রোগী, পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। এলাকাবাসীর দাবি, সুবর্ণরেখা নদীর উপর একটি স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণ হলে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পৌঁছানোর দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে। জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে। বর্তমানে সেতু ডুবে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যেতে হচ্ছে, যার ফলে সময় ও অর্থ; দুদিক থেকেই বাড়তি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বছরের পর বছর একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সুবর্ণরেখা নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক। তাহলে শুধু দুই ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত হবে না, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সুবিধা মিলবে। এখন দেখার, প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে কবে এই দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন হয়।

নদী থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, সংবাদদাতা, ধূপগুড়ি: শুক্রবার বিকেলে স্নান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে যাওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ উদ্ধার হল শনিবার। জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ি পুরসভার সূর্যসেন কলোনীর সোহম বসাক (১৬) উত্তর গোসাইরহাট এলাকায় গিলান্ডি নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে ধূপগুড়ির পৌর এলাকার পাঁচজন কিশোর একসঙ্গে গিলান্ডি নদীর ভেমুড়া কলোনীর ঘাটে স্নান করতে যায়। ওই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নামতে বারণ করেন। কিন্তু সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেই তারা নদীতে নামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোহম জলের তলায় তলিয়ে যায় ।বন্ধুরা তাকে খুঁজে না পেয়ে স্থানীয়দের সাহায্য চায়। এরপর ধূপগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর পেয়ে আইসি-সহ ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তবে রাত পর্যন্ত বহু খোঁজাখুঁজির পরও নিখোঁজ কিশোরের কোনও সন্ধান মেলেনি। শনিবার ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার হয় দক্ষিণ গোঁসাইরহাট এলাকা থেকে। পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

পানীয় জলের সংকটে বিদ্যালয়, ভোগান্তিতে পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আদালগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয়ের দুটি টিউবওয়েল, পানীয় জলের ফিল্টার এবং জল তোলার মোটর দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, পানীয় জলের অভাবে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি মিড-ডে মিলের রান্নার জন্যও পাশের বাড়ি থেকে জল এনে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সমস্যার সমাধানের দাবিতে ইতিমধ্যেই দুবার রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি ইসলামপুর বিডিও অফিসেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের পরও এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কবে এই দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা দূর হবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। এই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং রামগঞ্জ,২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, সেই বক্তব্যও তুলে ধরা হবে।

জল্পেশের শ্রাবণী মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি: শৈব তীর্থস্থান জল্পেশ মন্দিরে শ্রাবণী মেলার উদ্বোধন করতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জল্পেশ মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, আগামী ২০ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। সব রকম প্রস্তুতি চলছে। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকলে হেলিকপ্টারে আকাশ থেকে পুষ্প অর্পণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য আগামী ১৯ তারিখ থেকে জল্পেশ মন্দিরে শুরু হবে শ্রাবণী মেলা। মেলা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর আগমণ ঘিরে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনরকম ফাঁকফোকর রাখতে চান না জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার, জেলার অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্লক আধিকারিকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আগমণ ঘিরে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার রুপরেখা তৈরি করছে বলে জানা গিয়েছে। এজন্য জল্পেশ মন্দির চত্বর সাজানোর কাজ চলছে। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রয়েছে শৈব তীর্থস্থান জল্পেশ মন্দির। জল্পেশ বাবা নামে পরিচিত ভগবান শিব। শ্রাবণ ও ফাল্গুন মাসে মেলা বসে এই মন্দিরে। মেলায় নেপাল, ভুটান, সিকিম, আসাম থেকে প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন।

গোপনাঙ্গ দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মানিকচক : স্কুল চলাকালীন গোপনাঙ্গ দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে প্রতিনিয়ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি। শুক্রবার হাতেনাতে পাকড়াও করল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। স্কুল কর্তৃপক্ষের দিক থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করলো মানিকচক থানার পুলিশ। মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, এদিন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ক্লাস করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই বিদ্যালয়ের বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে এই অশ্লীল আচরণ করেন। তৎক্ষণা ছাত্রীরা বিষয়টি ছাত্রদের জানালে তারা তড়িঘড়ি দৌড়ে পাকড়াও করে যুবককে। নিয়া আসা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে, সেখানেই জানা যায় এই যুবক এর আগেও বেশ কয়েকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে প্রত্যেকবারই হাতছাড়া হয়েছে সে। তড়িঘড়ি ঘটনার খবর দেওয়া হয় মানিকচক থানায়, পরবর্তীতে পুলিশ আধিকারিকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে গ্রেফতার করে যুবককে।

বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ,পুরনিগমের একাংশ ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল শহরের জিটি রোডের বাজার এলাকার পার্কিং জোনে শুক্রবার বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে। পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। এই উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে প্রবল অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি ও গন্ডগোল হয়। দোকানদারদের অভিযোগ ছিল যে তাদের যথাযথ সময় না দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা ক্ষোভ দেখান। শেষ পর্যন্ত দুপুরের দিকে আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করা হয়। ততক্ষণে জিটি রোডের রাহা লেন মোড় থেকে ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাইস্কুলের সামনে পর্যন্ত একাধিক দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। শনিবার সকালে আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আসানসোল বাজার এলাকায় আসেন। তাকে দোকানদারের শুক্রবার বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান চালানো নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন। তারা বলেন, সময় না দিয়ে, প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে যেভাবে অভিযান চালানো হয়েছে, তাতে আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বলতে গেলে, এদিন বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে দোকানদারেরা আসানসোল পুরনিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। বিজেপি বিধায়ক তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, নোটিশ দেওয়ার পরেও, যারা এই কাজ করেছে, তাদেরকে খুঁজে বার করা হবে। তারপর যা করার তা করা হবে। এরপর কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, শুক্রবার যেভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, তা রাজ্য সরকার এবং বিধায়ক হিসেবে আমি নিজে সেটিকে সমর্থন করেন না। তিনি রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আসানসোল পুরনিগমের কিছু আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার তৃণমূলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শহরে অশান্তির সৃষ্টির জন্য এই কাজ করেছে। তারা এখনো তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়া থেকে নিজেদেরকে বার করতে পারেননি। তিনি এদিন হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, বিধায়ক হিসেবে আমি সেই সমস্ত আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের খুঁজে বার করে বিরুদ্ধে এফআইআর করবো। তিনি পরিষ্কার বলেন, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল কখনোই এইভাবে উচ্ছেদ করতে বলতে পারেন না। আসানসোল পুরনিগমের কিছু আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার রাজ্য সরকারকে বদনাম করার জন্য এই কান্ড ঘটিয়েছে। তাদেরকে কোনভাবেই ছাড়া হবে না। প্রসঙ্গতঃ, গত বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোল পুরনিগমে মুখোমুখি নামে একটি সরকারি প্রকল্পের সূচনা করেন। তাতে তিনি ফোনের মাধ্যমে নগরবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। এরপরে দুপুরের দিকে তিনি আসানসোল পুরনিগম মোড় থেকে হটন রোড মোড় পর্যন্ত পার্কিং জোন পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি পার্কিং জোনে বেআইনি দখলদার দেখে ক্ষুব্ধ হন। সঙ্গে থাকা পুলিশ অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোল পুরনিগমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের সাক্ষরিত একটি নোটিশ দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়েছিলো, রাহা লেন মোড় থেকে হটন রোড মোড় পর্যন্ত পার্কিং জোন ও ফুটপাতে থাকা অস্থায়ী দোকান ১৫ দিনের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। তা করা না হলে, ২৪ জুলাইয়ের পরে বেআইনি দখলদার হিসেবে উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু তারপরে শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে আচমকা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। যা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ক্যাটাগরিতে ফ্লিপকার্টের ৫০শতাংশ প্রবৃদ্ধি

হাওড়া/শিলিগুড়ি : ভারতের নিজস্ব ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস 'ফ্লিপকার্ট' আজ ঘোষণা করেছে যে, তাদের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ক্যাটাগরিতে ইয়ার-অন-ইয়ার ৫০শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। এই অভাবনীয় বৃদ্ধির পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে এসেছে জেন-জি প্রজন্ম এবং ধুলিয়া, ইম্ফল, ধরওয়াড, উজ্জয়িনী, হুবলি, মিরগঞ্জ ও লাহরপুরের মতো টায়ার ২ ও টায়ার ৩ শহরের ক্রেতারা। কুইক-কমার্স ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে, যেখানে ফ্লিপকার্টের নিজস্ব পরিষেবা 'ফ্লিপকার্ট মিনিটস'-এর মোট চাহিদার ২৫শতাংশ অবদান রয়েছে। তরুণ ভোক্তারা বিভিন্ন রেসিপি, কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের পরামর্শ এবং ওয়েলনেস ট্রেন্ডের মাধ্যমে নতুন নতুন খাবারের সন্ধান পাচ্ছেন। পাশাপাশি মেট্রো সিটির বাইরের ক্রেতারাও এখন ক্রমশ স্বাস্থ্যকর রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও আধুনিক পুষ্টিগুণ পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন, যা এই গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে 'ফ্লিপকার্ট ফুড ফেস্ট ২০২৬'-এর তৃতীয় এডিশনে, যেখানে ৫০টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড এবং ১, ০০০-এর বেশি ক্রিয়েটর ও তারকা শেফ (যার মধ্যে রয়েছেন ফারাহ খান, শেফ কুনাল কাপুর এবং শেফ রণবীর ব্রার) একসঙ্গে হাজির হয়ে খাদ্য বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ রূপটি তুলে ধ বে ন। প বি ব র্ত ন শী ল কনজিউমার প্লেটণ্ড্র হেলথ-ফার্স্ট জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ - জেন-জি ক্রেতারা এখন বার্ষিক ভিত্তিতে ৬০শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করছে। তাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে প্রোটিন ওটস, হাই-প্রোটিন পিনাট বাটার, গরমেট চকলেট এবং প্রোটিন মিউসলির মতো ক্যাটাগরি। অন্যদিকে বেঙ্গালুরু এবং নয়াদিল্লির মতো শহুরে কেন্দ্রর চাহিদার ওপর নির্ভর করে কোরিয়ান-ফ্লেভারের স্ন্যাক্স যেমন, কাপ নুডলস এবং চিপস অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল ক্যাটাগরি হিসেবে বাজারে আসছে। পুরুষ গ্রাহকরা মূলত বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস, চকলেট এবং জ্যাম ও স্প্রেড-এর চাহিদা বাড়াচ্ছেন; বিপরীতে মহিলা গ্রাহকরা তাদের শপিং বাস্কেটে ভ্যালু-অ্যাডেড চা, কফি এবং এডিবল সিডস যুক্ত করছেন। এর ফলে ফাংশনাল নিউট্রিশন, প্রিমিয়াম স্ন্যাকিং এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।'ভারত'-এর টায়ার ২ ও টায়ার ৩ শহরের ক্রেতারা এখন আরও স্বাস্থ্যকর বিকল্পের সন্ধান করছেন; যার ফলে কোল্ড-প্রেসড অয়েল, অলিভ অয়েল, প্রোটিন ওটস, প্রোটিন মিউসলি, প্রিমিয়াম ড্রাই ফ্রুটস, খাঁটি ঘি এবং খেজুরের মতো পণ্যের বিক্রি ও জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক বছরে এই ধরনের পণ্য অনুসন্ধানের সংখ্যা ৮০শতাংশ বেড়েছে, যা ভারতের টায়ার ২ এবং টায়ার ৩ শহরগুলোর ক্রেতাদের মধ্যে আগাম স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে নজর দেওয়ার মানসিকতাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।ফ্লিপকার্ট-এর কনজিউমেবলস (এফএমসিজি এবং জেনারেল মার্চেন্ডাইজ) বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিশান্ত দালাল বলেন, ক্ষ্মভারতে খাবার এখন আর কেবলই একটি বাঁধাধরা রুটিনে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ক্রমশ সুস্বাস্থ্য, নিজস্ব পরিচিতি এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠছে। মেট্রো শহরগুলোর পাশাপাশি 'ভারত'-এর ক্রেতারাও এখন কী খাচ্ছেন সে বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আর ডিজিটাল কমার্স বা অনলাইন বাণিজ্য আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক পরিবারের কাছে এই উন্নত ও স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছে। ফ্লিপকার্ট-এ আমরা এমন একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করছি, যেখানে সব ধরনের ব্র্যান্ড বড় হওয়ার সুযোগ পাবে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা নতুন পণ্য আবিষ্কারে অনুপ্রেরণা দিতে পারবেন এবং ক্রেতারাও তাদের পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই পণ্যগুলো নিশ্চিন্তে পরখ করে দেখতে পারবেন।ফুড ফেস্ট ৩.০-ভারতের খাদ্য বিবর্তনের যাত্রায় এক মহোৎসব-এই ট্রেন্ডকে বাস্তবে পরিণত করতে, এই ইভেন্টে ৫০টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ব্র্যান্ড, ১, ০০০-এরও বেশি ক্রিয়েটর ও ইনফ্লুয়েন্সার এবং ফারাহ খান, শেফ কুনাল কাপুর, শেফ রণবীর ব্রার, সুনীল গ্রোভার, গৌরব কাপুর, আদিত্য কুলশ্রেষ্ঠ ও বংশিকা খুরানার মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বকে একসঙ্গে আনা হয়েছিল। দুই দিনব্যাপী এই উৎসবে ১০টিরও বেশি নতুন পণ্য লঞ্চ করা হয়। এছাড়া, ব্র্যান্ডগুলোর আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান এবং চকোল্যান্ড, ব্রেকফাস্ট জোন, গরমেট, বেভারেজ ও কিচেন স্ট্যাপলস-এর মতো বিশেষভাবে সাজানো এলাকাও রাখা হয়। হ্যাপিলো, অন্বেষণ, ফার্মলি, ফেরেরো রশার, আইটিসি-র রাইট শিফট, ইয়োগাবার, ওয়াভারল্যান্ড, কেলগস, লাভইট, অ্যালপিনো এবং সুগারফ্রি ডি'লাইটের মতো ব্র্যান্ডগুলো তাদের নতুন পণ্য বাজারে আনে। পাশাপাশি মন্ডেলেজ, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, ডাবর, ফরচুন এবং মাইফিটনেস-এর মতো শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি কোম্পানিগুলো উদীয়মান ডিটুসি ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন প্রদর্শন করে।গত ৭ এবং ৮ জুলাই অন-গ্রাউন্ড জমকালো উদযাপনের মধ্য দিয়ে 'ফ্লিপকার্ট ফুড ফেস্ট' শুরু হয়। এরপর ৭ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ফ্লিপকার্ট অ্যাপে একটি বিশেষ সেল ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে; যেখানে পুরো 'ভারত'-এর টায়ার ২ ও টায়ার ৩ শহর-এর ক্রেতাদের জন্য সীমিত সময়ের অফার, বিশেষ কালেকশন এবং চমৎকার সব নতুন ব্র্যান্ডের পণ্য লঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ উদযাপন করল বৃহত্তম ও দ্রুততম অ্যামাজন প্রাইম ডে

কলকাতা : অ্যামাজন ইন্ডিয়ার এযাবত্কালের বৃহত্তম প্রাইম ডে সম্পন্ন হল সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রাইম মেম্বারদের পক্ষ থেকে উত্সাহজনক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। পূর্বের প্রাইম ডে ইভেন্টগুলোর তুলনায় প্রাইম ডে-র দশম সংস্করণে ভারতের অনেক বেশি প্রাইম মেম্বার যুক্ত হয়েছেন। ৭০শতাংশ-এর বেশি নতুন সাইন-আপ হয়েছে টিয়ার ২ ও ৩ শহর ও নগর থেকে। প্রাইম ডে-র দশম সংস্করণ ছিল এযাবত্কালের সবচেয়ে দ্রুত প্রাইম ডে। কেননা, এই সময় ডিল থাকা প্রতি দুটি আইটেমের মধ্যে একটি আইটেমের ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েক মিনিটেই সেই সব শহরে যেখানে অ্যামাজন নাও আছে। প্রাইম ডে ২০২৬-এর সময় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ দিনের তুলনায় অ্যামাজন নাও-এ ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে ২.৭ গুণ। এই কেনাকাটায় সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখতে পাওয়া গেছে ক্যামেরা, পার্সোনাল কম্পিউটার, ওয়ায়রলেস অ্যাক্সেসরিজ, ও গ্রসারি আইটেমের প্রতি। তিন দিনের ইভেন্টে সারা কলকাতা ও অন্যান্য শহরের গ্রাহকরা বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট কিনেছেন। যেমন- স্মার্টফোন, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন ও বিউটি, হোম অ্যান্ড কিচেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, গ্রসারি, বড় অ্যাপ্লায়েন্স ও আসবাব। প্রাইম মেম্বাররা লাভবান হয়েছেন বিভিন্ন ধরনের দশম অ্যানিভার্সারি ডিল, এক্সক্লুসিভ প্রাইম ডে অফার, এসবিআই ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইনস্ট্যান্ট ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট, রিওয়ার্ড এবং অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আনলিমিটেড ৫শতাংশ ক্যাশ-ব্যাক, নো কস্ট ইএমআই অপশন, সেই সঙ্গে দ্রুত ও বিশ্বস্ত ডেলিভারির থেকে। অ্যামাজন-এর প্রাইম অ্যান্ড কাস্টোমার ফুলফিলমেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট অক্ষয় সাহি বললেন, তপশ্চিমবঙ্গে আমাদের গ্রাহকরা যাতে অনেক বেশি করে সাশ্রয় করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের সাহায্য করতে আমাদের ভাল লাগে। প্রাইম মেম্বারশিপ নিলে যেসব ভ্যালু, ফাস্ট ডেলিভারি, গ্রেট ডিল, নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ ও ব্লকবাস্টার এন্টারটেনমেন্ট পাওয়া যায় সেগুলোর সবচেয়ে বড় উদযাপনের মুহূর্ত হল প্রাইম ডে। প্রাইম ডে-র দশম সংস্করণ হল এমন এক মাইল ফলক যা আমরা সগৌরবে উদযাপন করেছি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের বিক্রেতা, অংশীদার ও লক্ষ-লক্ষ গ্রাহকের সঙ্গে। এবার আমাদের প্রাইম ডে ছিল এযাবত্কালের দ্রুততম। যেসব শহরে অ্যামাজন নাও আছে, সেসব জায়গায় ডিল থাকা প্রতি দুটি জিনিসের মধ্যে একটির ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েক মিনিটে। আমরা এবার সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ছোট ও মাঝারি ব্যবসাকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাইম ডে আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিরাট এক উদযাপনের মুহূর্ত হওয়ার পাশাপাশি আমাদের বিক্রেতারাও এটা উদযাপন করেন।পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকরা অনেক বেশি করে প্রিমিয়াম প্রোডাক্টে আপগ্রেড করাচ্ছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে সারা রাজ্যে প্রাইম-কে আরও বেশি করে সবাই গ্রহণ করছেন। টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহরগুলোতেও স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ আলট্রা, স্যামসাং গ্যালাক্সি এম৪৭ ও ওয়ানপ্লাস এন৬ টপ সেলার প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। হোম এন্টারটেনমেন্টের বিক্রিও বছরের পর বছর হিসাবে ১.৩ গুণ বাড়তে দেখা গেছে। এই সেগমেন্টে বেশি বিক্রি হয়েছে টিসিএল, স্যামসাং ও সোনির প্রোডাক্ট। বছরের পর বছর হিসাবে ক্যামেরা অর্ডারে দেখা গেছে ১.৪ গুণ বৃদ্ধি। এই সেগমেন্টে বেশি বিক্রি হয়েছে ডিজেওয়াই, সোনি, ও ট্যামরন-এর প্রোডাক্ট। হোম, কিচেন, ও আউটডোর প্রোডাক্ট বিক্রির হার বছরের পর বছর হিসাবে বেড়েছে ১.১ গুণ। অন্যদিকে, অডিও সেগমেন্টে প্রিমিয়াম হেডফোন ও স্পিকার বিক্রি বেড়েছে ১.৩ গুণ বছরের পর বছর হিসাবে। এখানে ক্রেতাদের সেরা পছন্দের তালিকায় ছিল জেবিএল, বোট ও জেব্রনিক্স-এর প্রোডাক্ট। বিউটি প্রোডাক্টের অর্ডার বেড়েছে ১.৩ গুণ বছরের পর বছর হিসাবে। এখানে সেরা ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে লরিয়াল প্যারিস। অটোমোটিভ সেগমেন্টে আবার প্রিমিয়ামাইজেশন ট্রেন্ড লক্ষ করা গেছে। এখানে হার্লি-ডেভিডসন, কেটিএম ও ট্রায়াম্ফ মোটর সাইকেলের প্রতি ১০ জন ক্রেতার মধ্যে ৭ জনই টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহরের। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উপভোক্তাদের চাহিদা আরও বেশি করে বাড়তে দেখা গেছে যেসব জিনিসের প্রতি সেগুলো হল প্রিমিয়াম টেকনোলজি, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, লাইফ স্টাইল প্রোডাক্ট, ও কনটেন্ট-ক্রিয়েশন টুল্স। পশ্চিমবঙ্গের বিক্রেতাদের ব্যবসা যাতে বাড়ে তার জন্য অ্যামাজন আন্তরিক ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই রাজ্যের ৭০,০০০-এর বেশি বিক্রেতা ও ২০,০০০ স্থানীয় দোকানের পক্ষ থেকে জিনিস বিক্রি করা হয়েছে অ্যামাজন ডট ইন-এ। এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেছে এই জন্য যে রাজ্যে অ্যামাজন-এর অপারেশন্স-এর মেরুদণ্ডটি বেশ মজবুত। এ রাজ্যে তাদের ০২টি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার, ০৩টি সর্টেশন সেন্টার, সেই সঙ্গে আছে ৯৭টি ডেলিভারি স্টেশন।

এলঅ্যান্ডটি ফিন্যান্স ৯০২ কোটি টাকার সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করল

কলকাতা : ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি এলঅ্যান্ডটি ফাইন্যান্স লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ৯০২ কোটি টাকার সমন্বিত কর-পরবর্তী মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯শতাংশ বেশি। এই প্রান্তিকে, এল টি এফ ১,২৯,৬৩৪ কোটি টাকার সর্বোচ্চ সমন্বিত 'বুক সাইজ' (ঋণ পোর্টফোলিও)-এর মাইলফলক স্পর্শ করেছে, যা বছরে ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি। এই সময়ে রিটেইল বা খুচরা ঋণ পোর্টফোলিও-র আকার বেড়ে ১,২৭,৫৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে (বছরে ২৮শতাংশ বৃদ্ধি)। কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ২৩,৮৫২ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রিটেইল ঋণ বিতরণ করেছে, যা বছরে ৩৬শতাংশ বেশি। একটি 'এআই-নেটিভ' ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে কোম্পানিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের গতি ত্বরান্বিত করেছে।কোম্পানির গ্রাহক-কেন্দ্রিক 'প্ল্যানেট' অ্যাপটি গ্রাহকদের জন্য একটি শক্তিশালী ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এটি ২.৫ কোটিরও বেশিবার ডাউনলোড করা হয়েছে; এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকার ২০ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক রয়েছেন। ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত, এই মাধ্যমের সাহায্যে ১১, ৫০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে, ১৪ কোটিরও বেশি অনুরোধ বা রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রায় ৩৪,৪৬২ কোটি টাকার ঋণ সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি, কোম্পানির 'পার্টনার প্ল্যানেট' অ্যাপটি ডিলার নেটওয়ার্কের সাথে ডিজিটাল সংযোগ আরও জোরদার করে চলেছে। ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত, এই প্ল্যাটফর্মে ৪,৪০০-এরও বেশি ডিলার যুক্ত হয়েছেন, ৫১,০০০-এরও বেশি লগ-ইন সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৯০ কোটি টাকারও বেশি 'ট্রেড অ্যাডভান্স' উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুদীপ্ত রায় এলটিএফ-এর সিইও বলেছেন, ত২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকটি ছিল এমন আরেকটি ত্রৈমাসিক, যেখানে আমরা ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং উচ্চ ঋণ ব্যয়ের মতো পরিবর্তনশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও সুশৃঙ্খল কার্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করেছি। এই বাহ্যিক কারণগুলো সত্ত্বেও, আমাদের বৈচিত্র্যময় রিটেইল ফ্র্যাঞ্চাইজি স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে চলেছে, যা আমাদের 'লক্ষ্য ৩১' কৌশলগত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে শক্তিশালী ব্যবসায়িক গতি এবং স্বাস্থ্যকর বুক গ্রোথ প্রদান করেছে। প্রযুক্তি, অ্যানালিটিক্স এবং এআই-তে আমাদের ধারাবাহিক বিনিয়োগ গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং ঋণের ফলাফল; উভয় ক্ষেত্রেই একটি মূল পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করে চলেছে। একটি এআই-নেটিভ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার প্রচেষ্টায়, আমরা আমাদের নিজস্ব এআই ইকোসিস্টেমকে ক্রমবর্ধমানভাবে পুরো লেন্ডিং স্ট্যাক জুড়ে স্থাপন করছি; যার মধ্যে রয়েছে আমাদের নিজস্ব এআই ক্রেডিট ইঞ্জিন 'প্রজেক্ট সাইক্লপস'-এর মাধ্যমে সোর্সিং এবং আন্ডাররাইটিং থেকে শুরু করে 'প্রজেক্ট নস্ট্রাডামাস'-এর মাধ্যমে পোর্টফোলিও পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের নিজস্বভাবে তৈরি ক্রমবর্ধমান এআই কো-পাইলট ও এজেন্টদের দল। এই সক্ষমতাগুলো উন্নত ঋণ নির্বাচন, উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা, দ্রুততর টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম এবং বর্ধিত পরিচালন দক্ষতা নিশ্চিত করছে, পাশাপাশি আমাদের প্রবৃদ্ধির গুণমান ও স্থায়িত্বকে শক্তিশালী করছে।দ সরকারি ব্যয়ের ইতিবাচক ধারা, উন্নত অবকাঠামো এবং ধারাবাহিক ভোগ-ব্যয়ের প্রবণতার ওপর ভর করে অর্থনীতি তার স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখেছে। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের 'রুরাল বিজনেস ফাইন্যান্স' (গ্রামীণ ব্যবসায় অর্থায়ন) বিভাগটি পুনরায় প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে; নতুন গ্রাহক সংযোজন, ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের দক্ষতার মতো ব্যবসায়িক সূচকগুলোতেও ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে।আমাদের 'লক্ষ্য ৩১' যাত্রার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বছরে পদার্পণ করার সাথে সাথে, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ধারাবাহিক, লাভজনক ও উচ্চমানের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। আমরা উদ্ভাবন ও বিতরণ সক্ষমতা জোরদার করার পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব। এর মাধ্যমে আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ-উপযোগী ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর আর্থিকপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব, যা যেকোনো অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক থাকবে।

কোকা-কোলা ফুটবলের সবচেয়ে আবেগপ্রবণ সমর্থকদের উদযাপন করছে

কলকাতা : কোকা-কোলার তদ্য লস্ট ভয়েসেসদ হল একটি দেশব্যাপী প্রচারাভিযান যা ভারতের অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ফুটবল ভক্তদের উদযাপন করতে তৈরি করা হয়েছে।ফিফা বিশ্বকাপ মরসুমের সময় অনুযায়ী, এই প্রচারাভিযান একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সত্যকে তুলে ধরে। যদিও ভারত ১৯৫৫ সালের পর থেকে এই টুর্নামেন্টে খেলেনি, কেরালা থেকে গোয়া এবং আসাম থেকেপশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ সমর্থক বিশ্বের বিভিন্ন দলকে এমন তীব্র আবেগ নিয়ে সমর্থন করতে একত্রিত হন, যেন তাদের নিজেদের দেশই মাঠে খেলছে।এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, কোকা-কোলা ফিফাপ্ত বিশ্বকাপ জুড়ে তাদের একনিষ্ঠ ভক্তদের সম্মান জানাবে এবং ব্র্যান্ডের সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে তাদের আসল, কর্কশ কণ্ঠস্বর তুলে ধরবে। ব্র্যান্ডের বিশ্বব্যাপী তফিল ইট অলদ প্ল্যাটফর্মের অধীনে চালু হওয়া কোকা-কোলার তদ্য লস্ট ভয়েসেসদ উদ্যোগটি, ব্র্যান্ডের গল্প বলার কেন্দ্রবিন্দুতে খাঁটি আবেগকে স্থাপন করে ভক্ত হওয়ার চেতনাকে জীবন্ত করে তোলে।কার্তিক সুব্রামানিয়ান, সিনিয়র ডিরেক্টর, মার্কেটিং, কোকা-কোলা টিএম ইন্ডিয়া ও সাউথওয়েস্ট এশিয়া, বলেন, তফিফাপ্ত-র সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের মাধ্যমে, কোকা-কোলা সবসময় ফুটবলের দ্বারা অনুপ্রাণিত আবেগ, একতা এবং সম্মিলিত অনুভূতিকে উদযাপন করে এসেছে। ভারতে, লক্ষ লক্ষ ভক্ত বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দলকে অসাধারণ নিষ্ঠার সাথে সমর্থন করেন, যা প্রমাণ করে যে ফুটবল ফ্যান্ডম সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। দ্য লস্ট ভয়েসেস-এর মাধ্যমে, আমরা সেইসব ভক্তদের উদযাপন করছি যাদের আবেগ এতটাই খাঁটি যে উল্লাস করতে করতে তারা আক্ষরিক অর্থেই বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তাদের আসল কণ্ঠকে আমাদের প্রচারাভিযানের কণ্ঠস্বরে পরিণত করার মাধ্যমে, আমরা সেইসব সম্প্রদায়, রীতিনীতি এবং আবেগকে স্বীকৃতি দিচ্ছি যা প্রতিটি বিশ্বকাপকে অবিস্মরণীয় করে তোলে।ওগিলভি ইন্ডিয়ার পরিকল্পনায়, দ্য লস্ট ভয়েসেস ফুটবল অনুরাগীদের এক খাঁটি অভিব্যক্তিকে প্রচারাভিযানের সৃজনশীল ধারণায় রূপান্তরিত করে, যেখানে কোকা-কোলার গল্প বলার কেন্দ্রবিন্দুতে অভিনেতাদের নয়, বরং প্রকৃত ভক্তদের রাখা হয়েছে। সুকেশ নায়েক, চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার, ওগিলভি ইন্ডিয়া, বলেন, তবিশ্বকাপ ভারতজুড়ে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতো দলের ভক্তদের একত্রিত করে। তাদের আবেগ ও অনুভূতি এতটাই গভীর যে, তাদের সাথে সরাসরি ম্যাচ দেখা সম্ভবত আবেগের সবচেয়ে প্রাণবন্ত এক রোলারকোস্টার যাত্রা। সবচেয়ে আবেগপ্রবণ ভক্তদের, যারা সবকিছু অনুভব করেন, তাদের উদযাপন করার এই ভাবনা থেকেই আমরা তাদের সেই আবেগঘন, হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরকে আমাদের প্রচারাভিযানের কণ্ঠস্বর করে তুলছি। তারাই এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরই হয়ে উঠবে ব্র্যান্ডের কণ্ঠস্বর।কোকা-কোলার তদ্য লস্ট ভয়েসেসদ উদ্যোগটি, খাঁটি ও সাংস্কৃতিক আবহে গল্প বলার মাধ্যমে ফুটবল অনুরাগ উদযাপনের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, কোকা-কোলা একজন প্রকৃত ভক্তের অভিব্যক্তিকে ব্র্যান্ডের কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, আবেগ ও একতাকে উদযাপন করে এবং ভারতের সবচেয়ে অনুরাগী ফুটবল ভক্তদের প্রাপ্য প্রচারের আলো এনে দেয়।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টার

দুর্গাপুরঃ হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টার, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায়, ২০ জুন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে অবস্থিত তাদের কেয়ার সেন্টারের প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। পশ্চিম বর্ধমানের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন এবং হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকার জন্য হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি জীবন রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সমাজের কল্যাণে অনুরূপ মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও, এই অঞ্চলে হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গৃহীত সকল উদ্যোগে তিনি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন।দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ইন-চার্জ ডা. করবী কুণ্ডু পর্যাপ্ত রক্তের মজুত বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নাগরিকদের স্বেচ্ছায় ও নিয়মিতভাবে রক্তদানে উৎসাহিত করেন। তিনি আরও একটি সুপরিচালিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সফলভাবে আয়োজন করার জন্য হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টারের প্রশংসা করেন এবং হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার মানোন্নয়নে এই চ্যাপ্টারের নিরলস প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল) , দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) শর্মিষ্ঠা দত্ত, হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টারের অসামান্য মানবিক সেবা এবং সমাজকল্যাণের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেন এবং 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি' (সিএসআর) কর্মসূচির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক অর্থবহ উদ্যোগে সহায়তা করার বিষয়ে 'সেইল' , দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এছাড়াও, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সামাজিক উদ্যোগ আয়োজনের জন্য তিনি দুর্গাপুর চ্যাপ্টারের প্রশংসা করেন।হিমোফিলিয়া সোসাইটি , দুর্গাপুর চ্যাপ্টারের সম্পাদক অজয় রায় সেইসব হিমোফিলিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির মায়েদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যাঁরা এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিন বছর আগে হিমোফিলিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মায়েরা বিপুল সংখ্যায় স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি এটিকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন যা সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অসাধারণ আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছে এবং দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই মহৎ উদ্যোগটি হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের আরও অনেক মাকে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করবে।এছাড়াও, এই ক্যাম্পটিকে সফল করে তোলার জন্য তিনি সকল স্বেচ্ছায় রক্তদাতা, স্বেচ্ছাসেবক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি সকলকে জীবন রক্ষাকারী এই কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং অন্যদের নিয়মিত রক্তদানে উৎসাহিত করার জন্য আহ্বান জানান, যাতে মূল্যবান জীবন বাঁচানোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়।

ভিডা প্রবেশ করল এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ

কলকাতা: হিরো মোটোকর্প-এর ভিডা তার ইলেকট্রিক লাইন-আপ মজবুত করলে নতুন ভিডা ইভুটার ভিএক্স২ প্লাস ৪.৪ কেডব্লিউএইচ লঞ্চ করে। এই লং-রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হয়েছে ব্র্যান্ড-এর এই লক্ষ্যকে আরও দ্রুত পূরণ করার জন্য; 'ঘর ঘর ইভুটার।' নতুন এই গাড়িটি যুক্ত হওয়ার পর ভিডা এখন দিচ্ছে চারটি আলাদা রকমের ভিএক্স২ ভ্যারিয়েন্ট, যেগুলোকে তৈরি করা হয়েছে ভারতীয় রাইডারদের বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে। এই নতুন লং-রেঞ্জ ভ্যারিয়েন্ট বিভিন্ন দেশে এক ঐতিহাসিক অভিযান চালিয়ে নিজের অতুলনীয় স্থায়িত্বকে প্রমাণ করেছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে 'লংগেস্ট জার্নি বাই অ্যান ইলেকট্রিক স্কুটার' (কোনও ইলেকট্রিক স্কুটারের দ্বারা দীর্ঘতম সফর)-এর নজির গড়ে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ স্থান করে নিয়েছে। ভিডা ইভুটার ভিএক্স২ প্লাস-এর দাম হল ১,৪৩,৯৯০ টাকা। এতে আছে দুটি ২.২ কেডব্লিউএইচ রিমুভেবল ব্যাটারি ইউনিট। এই ভাবে এই গাড়ির মোট ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হল ৪.৪ কেডব্লিউএইচ। এই ক্যাপাসিটি দিয়ে ১৮৭ কিলোমিটারের আইডিসি-সার্টিফায়েড রেঞ্জ-এ পৌঁছনো যায়। এই ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে একটি ১ কেডব্লিউ পোর্টেবল চার্জার দেওয়া হয়। এটা দিয়ে ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ০শতাংশ থেকে ৮০শতাংশ পর্যন্ত চার্জ দেওয়া যায়। রাইডাররা গাড়ি চালাতে-চালাতেই এটা দিয়ে হাই-স্পিড ডিসি ফাস্ট চার্জিং করাতে পারবেন, ব্যাটারিকে রিপ্লেনিশ করে দেয় ০শতাংশ থেকে ৮০শতাংশ পর্যন্ত ৬৫ মিনিটে। সেই সঙ্গে, ভিডার একটা বিশাল নেটওয়ার্ক আছে। এর মধ্যে আছে ৬,০০০-এর বেশি ফাস্ট চার্জিং স্টেশন এবং ৭০০-র বেশি সার্ভিস টাচপয়েন্ট। তাই রাইডাররা যে পথেই গাড়িচালিয়ে নিয়ে যান না কেন, সেখানেই তাঁরা নিশ্চিত ভাবে নাগালের মধ্যে বিশ্বস্ত সহায়তা পেয়ে যাবেন। ভিডা ভিএক্স২ প্লাস ৪.৪ কেডব্লিউএইচ-এ এমন ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যে শহরের মধ্যেই দ্রুত এটাকে চালানো যাবে এবং দূরে কোথাও গেলেও ভরসা সহ এই গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে। তাই এই গাড়িচালালে একই সঙ্গে দারুণ গতিশীল ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই ইভুটার ৯০ কিলোমিটার/ঘণ্টা টপ স্পিডে পৌঁছতে পারে- এর পেছনে কাজ করে ৬ কেডব্লিউ পিক পাওয়ার ও ২৬ এনএম টর্ক- এবং এতে আছে তিনটি আলাদা-আলাদা রাইডিং মোড- ইকো, রাইড, ও স্পোর্টস। এই পারফরম্যান্সের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দেয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যেমন এতে আছে ৪.৩ ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে, স্মার্টফোন ইন্টিগ্রেশন, টার্ন-বাই-টার্ন ন্যাভিগেশন, এবং ওটিএ আপডেট। এই ইলেকট্রিক ইভুটার-এ এই দিকে জোর দেওয়া হয়েছে যে এটা যেন রাইডারের উপযোগী হয়। তাই এতে আছে ২৭.২ লিটারের আন্ডার-সিট স্টোরেজ, একটা সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম, এই সিস্টেমকে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভারতের রাস্তাঘাটের অবস্থা অনুযায়ী গাড়ি চালানো যেতে পারে। নতুন গাড়ি লঞ্চ প্রসঙ্গে হিরো মোটোকর্প-এর ইমার্জিং মোবিলিটি বিজনেস ইউনিট-এর চিফ বিজনেস অফিসার কৌশল্যা নন্দকুমার বললেনঃ তআমাদের প্রতিটি উদ্ভাবনের মধ্যে আমাদের গ্রাহকদের চাহিদাই সরাসরি প্রতিফলিত হয়। মানুষ যে ইভি-র দিকে ঝুঁকছে সেখানে সবাই খুব বিশেষ ভাবে চাইছেন যে সেই গাড়ি নিয়ে আরও দূরে কোথাও যাওয়া যায়, নির্বিঘ্নে যেন সফর করা যায় এবং ফাস্ট চার্জিংয়ের যেন ব্যবস্থা থাকে। ভিডা ভিএক্স২ প্লাস ৪.৪ কেডব্লিউএইচ-এ আমরা সেই দীর্ঘতর রেঞ্জ দিচ্ছি যা পুরোপুরি আমাদের রাইডারদের প্রত্যাশাকে পূরণ করে। তাঁরা অনেক দূর পথে গাড়ি চালিয়ে যেতে চান, এবং আরও উন্নত চার্জিং স্পিড চান। এই চাহিদাকে পূরণ করা হয়েছে এত সহজে যে তাকে অতুলনীয়ই বলতে হয়। যে কোনও জায়গায় এই গাড়িতে চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমরা আমাদের পোর্টফোলিওকে বাড়িয়ে চারটি করেছি। চারটিই হল একেবারে আলাদা-আলাদা ভ্যারিয়েন্ট। আমরা নিশ্চিত করছি যে 'ঘর ঘর ইভুটার' সবার জন্য একই জিনিস মানানসই-এর মতন কোনও সমাধান নয়, বরং প্রত্যেকের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী আলাদা-আলাদা করে সব কিছু তৈরি করা। উপভোক্তাদের গভীর আস্থা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রমাণিত স্থায়িত্বের জোরেই তা করা সম্ভব হয়েছে।ভিডা আনুষ্ঠানিক ভাবে 'লংগেস্ট জার্নি বাই অ্যান ইলেকট্রিক স্কুটার' হিসাবে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ স্থান করে নিয়েছে, ১২, ১১১ কিলোমিটারের এক অসাধারণ সফর সম্পূর্ণ করার পর। এই সফরের অংশীদার ছিলেন গিরিশ শেট। তিনি একজন রাইডার এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)-এর একজন মস্ত বড় ফ্যান। তিনি অবিরাম ৫২ দিনের এই ঐতিহাসিক সফর শুরু করেছিলেন বেঙ্গালুরু থেকে এবং তাঁর সফর শেষ করেন দিল্লিতে। মানে কেকেআর যেসব খেলা অন্য দলের মাঠে খেলেছে সেই সব জায়গা দিয়েই তিনি গাড়ি চালিয়ে গেছেন। এই অভিযানে সফল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নতুন ৪.৪ কেডব্লিউএইচ ভ্যারিয়েন্ট হল ভরসার যোগ্য গাড়ি। সফরে এই গাড়ি অতুলনীয় স্থায়িত্ব দেখিয়েছে এবং একটি এক্সটেন্ডেড রোড ট্রিপে দেখা গেছে এই গাড়িতে খুবই সহজে চার্জ দেওয়া যায়।এসবের পাশাপাশি ভিডা দিচ্ছে ব্যাটারি-অ্যাজ-আ-সার্ভিস (বিএএএস) প্ল্যান। এর উদ্দেশ্য হল এটা নিশ্চিত করা যে ইলেকট্রিক মোবলিটি যেন সবার জন্য অনায়াস হয় এবং সবার সাধ্যের মধ্যে থাকে। ভিডা ভিএক্স২ প্লাস ৪.৪ কেডব্লিউএইচ পাওয়া যাবে সারা দেশের অনুমোদিত ডিলারশিপগুলোতে জুলাই ২০২৬-এর শেষের দিকে।

গোয়া সরকারের পর্যটনমন্ত্রী রোহন খাউন্টে টিটিএফ কলকাতায়

কলকাতা : গোয়া সরকারের পর্যটনমন্ত্রী শ্রী রোহন এ. খাউন্টে আজ পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ট্রাভেল ট্রেড শো, টিটিএফ কলকাতা ২০২৬-এ গোয়া প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং পূর্ব ভারতের পর্যটক ও ভ্রমণ বাণিজ্য মহলের উদ্দেশে এক স্পষ্ট বার্তা দেন ; গোয়া কে শুধু সমুদ্রসৈকতের গন্তব্য হিসেবে নয়, বরং অবকাশ যাপন, মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন এবং ডেস্টিনেশন ওয়েডিং ; প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য একটি সম্পূর্ণ গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।এই সফরের মূল ভিত্তি ছিল একটি সহজ সুবিধা ; কলকাতা ও গোয়ার মধ্যে ইন্ডিগোর সরাসরি বিমান পরিষেবা সপ্তাহে একাধিকবার চলে, এবং যাত্রাসময় তিন ঘন্টারও কম। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং টিটিএফ কলকাতা যে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজার থেকে দর্শক টানে, তাদের কাছে গোয়া এখন দীর্ঘ সপ্তাহান্তের ছুটি এবং অনুষ্ঠান ভিত্তিক ভ্রমণের অন্যতম সহজলভ্য গন্তব্য হয়ে উঠেছে।টিটিএফ কলকাতা-এ গোয়া পর্যটনের স্টল উদ্বোধনের সময় পর্যটনমন্ত্রী শ্রী রোহন এ. খাউন্টে রাজ্যের 'সমুদ্রসৈকতের বাইরে গোয়া' ভাবনার কথা তুলে ধরেন, যা গোয়ার ঐতিহ্যবাহী উপকূলীয় পরিচিতির পাশাপাশি সংস্কৃতি, অভ্যন্তরীণ গ্রামীণ অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক পর্যটন এবং পুনরুজ্জীবন মূলক পর্যটন -কে নতুনভাবে তুলে ধরে। শ্রী রোহন এ. খাউন্টে, মাননীয় পর্যটনমন্ত্রী , গোয়া সরকার বলেনঃ্ক কলকাতা থেকে গোয়া মাত্র তিন ঘন্টার নন-স্টপ বিমানযাত্রা ; তাই পশ্চিমবঙ্গের শুধু আমাদের একটি সমুদ্রসৈকতের ছুটি হিসেবে ভাবার কোন ও কারণ নেই। আমরা চাই, বিয়ের পরিকল্পনা করা দম্পতি, সম্মেলনের পরিকল্পনা করা সংস্থা এবং ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করা পরিবার;সকলেই গোয়াকে তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে দেখুক। আমাদের রয়েছে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশ্বমানের ভেন্যু, এবং এমন একটি রাজ্য যা আতিথেয়তা, ঐতিহ্য এবং উপকূলের বাইরেও বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় গুরুত্ব সহকারে বিনিয়োগ করেছে। আজ কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আমার আমন্ত্রণ সহজ;আসুন এবং নিজেরাই দেখুন 'সমুদ্রসৈকতের বাইরে গোয়া'সহজ বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক বন্ধন। ফুটবলের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং সামুদ্রিক মাছ ভিত্তিক সমৃদ্ধ খাদ্যসংস্কৃতি প্রতি অভিন্ন ভালোবাসা বহু প্রজন্ম ধরে দুই অঞ্চলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের কাছে গোয়াকে দীর্ঘদিনের প্রিয় গন্তব্য করে তুলেছে।মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন -এর জন্য ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা-গত এক বছরে গোয়ার মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে। রাজ্যে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৬-এ ১২০ টিরও বেশি দেশ থেকে ৭৫, ০০০-এরও বেশি প্রতিনিধি এবং ৭০০-রও বেশি প্রদর্শক অংশগ্রহণ করেন ; এই পরিমাণ প্রমাণ করে যে গোয়া তার অবকাশ পর্যটনের পাশাপাশি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনেও সম্পূর্ণ সক্ষম। শুধুমাত্র ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসেই রাজ্যে ২৮.৫ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটে, যেখানে মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও এক্সিবিশন ও ডেস্টিনেশন ওয়েডিং এই বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ে উচ্ছ্বসিত একটি বাজার-ভারতের ডেস্টিনেশন ওয়েডিং শিল্পের আনুমানিক বাজার মূল্য ৠ২.৫ লক্ষ কোটি এবং বছরে প্রায় ৩৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে উদয়পুর, জয়পুর ও কেরলের পাশাপাশি গোয়া ধারাবাহিকভাবে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিবাহ-গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গোয়ায় ১০০ থেকে ১৫০ জন অতিথির একটি প্রিমিয়াম ওয়েডিং এর বাজেট সাধারণত ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটিরও বেশি পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা রাজ্যের বিশ্বমানের সমুদ্রতীরবর্তী রিসর্ট, ঐতিহ্যবাহী ভেন্যু এবং কাস্টমাইজড আতিথেয়তা পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা কে প্রতিফলিত করে। এই সুযোগটিই বিভাগ সক্রিয়ভাবে কলকাতার ওয়েডিং প্ল্যানার ও আতিথেয়তা শিল্পের সামনে তুলে ধরছে।কেন পশ্চিমবঙ্গ, কেন এখন-টিটিএফ কলকাতা-তে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে ৭,০০০-এরও বেশি ট্রাভেল ট্রেড প্রতিনিধি এবং ৫০০-রও বেশি প্রদর্শক অংশগ্রহণ করেন, যা এই উচ্চ-সম্ভাবনাময় উৎস বাজারগুলিতে গোয়ার উপস্থিতি জোরদার করার একটি কৌশলগত মঞ্চ হয়ে ওঠে। বিদ্যমান সরাসরি বিমান যোগাযোগ এবং অবকাশ ও অনুষ্ঠান ভিত্তিক ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভাগ আগামী বছরের জন্য পূর্ব ভারতকে তার অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বাজার হিসেবে বিবেচনা করছে।গোয়া পর্যটন টিটিএফ কলকাতা-এ তার স্টলের মাধ্যমে পূর্ব ভারত জুড়ে ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ওয়েডিং প্ল্যানার এবং কর্পোরেট ইভেন্ট আয়োজকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করে, রাজ্যের বহুমুখী পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরে এবং এই অঞ্চল থেকে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করে।

গ্লোবাল স্পিরিটস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ ভারতের গোডাওয়ান 'সিঙ্গেল মল্ট অফ দ্য ইয়ার' এবং 'স্পিরিট অফ দ্য ইয়ার' খেতাব জিতেছে

কলকাতা ঃ্ক রাজস্থানের গোডাওয়ান ডিস্টিলারিজের তৈরি গোডাওয়ান আর্টিজানাল সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বারটেন্ডার স্পিরিটস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ দুটি প্রধান পুরস্কার জিতেছে। গোডাওয়ান ০২ ফ্রুট অ্যান্ড স্পাইস 'স্পিরিট অফ দ্য ইয়ার , ইন্ডিয়া' এবং 'ইন্ডিয়ান সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি অফ দ্য ইয়ার' খেতাব অর্জন করেছে, যার ফলে ব্র্যান্ডটির মোট আন্তর্জাতিক পুরস্কারের সংখ্যা ১২৫ ছাড়িয়ে গেছে।'স্পিরিট অফ দ্য ইয়ার , ইন্ডিয়া' পুরস্কারটি প্রতিযোগিতার সমস্ত বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কপ্রাপ্ত ভারতীয় স্পিরিটকে স্বীকৃতি দেয় এবং এটি প্রতিযোগিতার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত খেতাব, যা সামগ্রিকভাবে সর্বোচ্চ সম্মিলিত পারফরম্যান্স সম্পন্ন স্পিরিটকে প্রদান করা হয়। এই দুটি পুরস্কারের পাশাপাশি, গোডাওয়ান ০২ ফ্রুট অ্যান্ড স্পাইস একটি ডাবল গোল্ড মেডেল এবং গোডাওয়ান ০১ রিচ অ্যান্ড রাউন্ডেড একটি গোল্ড মেডেল জিতেছে। এই পুরস্কারগুলো গোডাওয়ানের হুইস্কিগুলোর গুণমান এবং ধারাবাহিকতাকে স্বীকৃতি দেয়।বেভারেজ ট্রেড নেটওয়ার্ক দ্বারা আয়োজিত, বারটেন্ডার স্পিরিটস অ্যাওয়ার্ডস বিশ্বের এমন অল্প কয়েকটি প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যতম, যার বিচারক হিসেবে থাকেন তারাই যারা প্রতিদিন স্পিরিটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন , যেমন বারটেন্ডার, বার ম্যানেজার এবং হসপিটালিটি পেশাদাররা। স্পিরিটগুলোর তরলের গুণমান, সুবাস, স্বাদ, ভারসাম্য এবং সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য যাচাই করার জন্য প্রথমে ব্লাইন্ড টেস্টিং করা হয় এবং তারপর সেগুলোর প্যাকেজিং ও মূল্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়।এই অর্জন প্রসঙ্গে ডিয়াজিও ইন্ডিয়ার চিফ ইনোভেশন অফিসার বিক্রম দামোদরন বলেন, তআমরা সবসময় বিশ্বাস করি যে পানীয়টি নিজেই নিজের পরিচয় বহন করে। শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন একটি সেরা সিঙ্গেল মল্ট তৈরি করা, যা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হুইস্কিগুলোর পাশে দাঁড়াতে পারবে। বারটেন্ডার এবং স্পিরিট পেশাদারদের দ্বারা 'স্পিরিট অফ দ্য ইয়ার , ইন্ডিয়া' এবং 'ইন্ডিয়ান সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি অফ দ্য ইয়ার' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াটা হুইস্কিটির নিজস্ব এবং আমাদের কঠোর পরিশ্রমে তৈরি করা স্বতন্ত্র পরিচয়ের এক শক্তিশালী স্বীকৃতি।রাজস্থানে তৈরি গোডাওয়ান তার অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে বিশ্বের অন্যতম প্রতিকূল হুইস্কি-উৎপাদনকারী জলবায়ু থেকে। এই অঞ্চলের তীব্র তাপ এবং শুষ্ক পরিস্থিতি একটি সমৃদ্ধ ও ঘনীভূত স্বাদ তৈরি করে, এবং হুইস্কিটিকে রসনা ও জটামানসির মতো ভারতীয় বোটানিক্যাল মিশ্রিত বিশেষ প্রক্রিয়াজাত পিপায় রেখে পরিপক্ক করা হয়, যা এটিকে একটি স্বতন্ত্র স্বাদ প্রদান করে।২০২২ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে গোডাওয়ান ভারতের অন্যতম সেরা সিঙ্গেল মল্ট হিসেবে ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং এর পানীয়, ডিজাইন ও উদ্ভাবনের জন্য মন্ড সিলেকশন অ্যাওয়ার্ডস, ওয়ান ক্লাব পেন্সিল ও মেরিট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬, স্পাইকস এশিয়া ২০২৬, ক্লিও অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ সহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বীকৃতি পেয়েছে।

মহিলা উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স ব্যবসা বাড়াতে অ্যামাজন ইন্ডিয়া এবং ফিকি ফ্লো-এর যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা ঃ অ্যামাজন ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লেডিস অর্গানাইজেশন -এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো মহিলা উদ্যোক্তা, এনজিও এবং নারীদের নিয়ে কাজ করা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে আমাজন ডট ইন -এ ই-কমার্সের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা তৈরি ও বড় করতে সাহায্য করা। এই যৌথ উদ্যোগের ফলে, অ্যামাজন ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লেডিস অর্গানাইজেশন -এর সাথে যুক্ত যোগ্য মহিলা-পরিচালিত ব্যবসাগুলো অ্যামাজন সহেলী প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাজন ডট ইন -এ তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন, যা তাদের সারা দেশের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।এই যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে, অ্যামাজন এবং ফিকি ফ্লো যৌথভাবে সম্ভাবনাময় বিক্রেতাদের খুঁজে বের করবে এবং ডিজিটাল বা অনলাইন ব্যবসার পুরো সফরে তাঁদের পাশে থাকবে। এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হবে নারী উদ্যোক্তাদের আমাজন ডট ইন -এ যুক্ত হতে সাহায্য করা, অনলাইন বাজারের নানা নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে শেখানো এবং এমন কিছু টেকনিক্যাল টুলসের ব্যবহার শেখানো যা তাঁদের পণ্যের অনলাইন দৃশ্যমানতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি, বিক্রেতারা আমাজন ডট ইন -এ তাঁদের ব্যবসা বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের সুবিধা এবং মার্কেটিংয়ের নানা সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবেন।এই উদ্যোগটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যামাজন ইন্ডিয়ার সেলস ডিরেক্টর অরুণা দরিয়ানানি বলেন, তপ্রকৃত অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি তখনই ঘটে, যখন আপনি ছোট ব্যবসাগুলোকে সাধারণ বা টুকটাক বিক্রির গণ্ডি থেকে বের করে অনলাইনে স্থায়ী ও লাভজনক বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারেন। অ্যামাজন সহেলী প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এমন একটি সুসংগঠিত পরিকাঠামো তৈরি করেছি, যা মহিলা-পরিচালিত ব্যবসাগুলোর ক্যাটালগ তৈরি করা থেকে শুরু করে আমাজন ডট ইন -এ পণ্য প্রচারের জন্য মার্কেটিং টুলস ব্যবহার করার মতো সুনির্দিষ্ট পরিচালনাগত চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করতে পারে। ফিকি ফ্লো -এর বিশাল নেটওয়ার্কের সাথে আমাদের এই পরিকাঠামোকে যুক্ত করে, আমরা এই নারী-পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং এনজিও গুলির মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতা এবং স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করছি। এর ফলে স্থানীয় এই ব্যবসাগুলো পুরো সমাজের ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছেদ। পোশাক, ঘরের সাজসজ্জার সামগ্রী, জুতো, গহনা এবং মুদিখানার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসার একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক থাকার কারণে, ফিকি ফ্লো এই উদ্যোগে এক বিশাল মাত্রা যোগ করেছে। এই যৌথ উদ্যোগটি নারী-পরিচালিত ব্যবসাগুলোকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল টুলস বা সুযোগ-সুবিধা দেবে, যা তাঁদের চিরাচরিত বা স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বড় বাজারে পৌঁছাতে এবং স্থায়ী ও বড় ব্যবসা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।এই যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে ফিকি ফ্লো-এর প্রেসিডেন্ট পূজা গর্গ বলেন, তৃণমূল এবং মাঝারি স্তরের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বড় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অতিরিক্ত পরোক্ষ খরচ এবং বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থা। ই-কমার্স এই পুরো সমীকরণটিকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। অ্যামাজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা আমাদের স্থানীয় ব্যবসাগুলোর নেটওয়ার্ককে জাতীয় স্তরের ডিজিটাল ব্র্যান্ডে রূপান্তর করছি। এটি কেবল ডিজিটাল অর্থনীতিতে টিকে থাকার লড়াই নয়; বরং নারী-পরিচালিত ব্যবসাগুলোকে প্রয়োজনীয় ডেটা, বাজারে নিজেদের উপস্থিতি এবং বড় আকার নেওয়ার সুযোগ দেওয়া, যাতে তাঁরা সমানভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনদ। এই যৌথ উদ্যোগটি নারী উদ্যোক্তাদের শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল বা অনলাইন ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর প্রতি উভয়েরই এক যৌথ অঙ্গীকার প্রকাশ করে। আরও বেশি মহিলা-পরিচালিত ব্যবসাকে ই-কমার্সে যুক্ত করার মাধ্যমে অ্যামাজন এবং ফিকি ফ্লো-এর লক্ষ্য হলো ব্যবসার বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা।

এ আই ফিচার সহ নাথিং ফোন (৪বি) লঞ্চ

কলকাতাঃ্ক লন্ডন-ভিত্তিক টেক ব্র্যান্ড নাথিং মঙ্গলবার তাদের নতুন ফোন (৪বি) স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে। এটি সংস্থার নতুন (বি) সিরিজের প্রথম ফোন। এতে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪ প্রসেসর, ৬.৭৭ ইঞ্চির ১২০ হার্টজ সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ৫০ মেগাপিক্সেলের ওআইএস ক্যামেরা, ৬,০০০ ব্যাটারি এবং অ্যান্ড্রয়েড ১৬-ভিত্তিক নাথিং ও এস ৪.১। ফোনটিতে নাথিং-এর স্বচ্ছ ডিজাইনের সঙ্গে নতুন গ্লিফ বার রয়েছে, যেখানে ৪৫ টি মিনি-এলইডি নোটিফিকেশন ও অ্যালার্ট দেখাবে। এছাড়া চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি, সার্কেল টু সার্চ এবং এসেনশিয়াল কী-সহ সম্পূর্ণ এসেনসিয়াল এ আই স্যুট দেওয়া হয়েছে। নাথিং-এর দাবি, এটি তাদের সবচেয়ে বড় ব্যাটারিযুক্ত স্মার্টফোন। একবার চার্জে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে এবং ৩৩ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং-এ ৩০ মিনিটেরও কম সময়ে ৫০শতাংশ চার্জ হবে। ক্যামেরায় রয়েছে ১১৯ ডিগ্রি আল্ট্রা-ওয়াইড লেন্স, ট্রুলেন্স ইঞ্জিন ৪, আলট্রা এক্সডীআর এবং ৪কে ভিডিও রেকর্ডিং।সংস্থা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-র সঙ্গে যৌথভাবে ফোন (৪বি) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এডিশন-ও লঞ্চ করেছে, যা বেঙ্গালুরুর নাথিং ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে সীমিত সংখ্যায় মিলবে।ফোনটি কালো, সাদা এবং নীল রঙে ৮ জিবি/১২৮জিবি এবং ৮জিবি/২৫৬জিবি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক ও এক্সচেঞ্জ অফারের পর কার্যকর দাম ২৯, ৯৯৯ ও ৩৩,৬৯৯। ১৪ই জুলাই থেকে ফ্লিপকার্ট এবং অন্যান্য প্রধান রিটেল পার্টনার যেমন ক্রোমা, রিলায়েন্স ডিজিটাল এবং বিজয় সেলস-এ বিক্রি শুরু হবে। ফোনটি ৩ বছর অ্যান্ড্রয়েড আপডেট এবং ৬ বছর সিকিউরিটি আপডেট পাবে। কলকাতায় ৩০,০০০,৩৫,০০০ দামের স্মার্টফোন বাজারে এই ফোন প্রতিযোগিতা বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এআই ফিচার, বড় ব্যাটারি, প্রিমিয়াম ডিজাইন ও প্রতিযোগিতামূলক দামের কারণে তরুণ পেশাজীবী, পড়ুয়া ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে ফোনটির চাহিদা বাড়তে পারে।

ফোনপে প্ল্যাটফর্মে 'অল-ইন-ওয়ান' ট্যাক্স ফাইলিং পরিষেবা চালু করল

কলকাতা ঃ লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী অ্যাপের মধ্যেই সহজে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে এবং মাসিক জিএসটি সংক্রান্ত নিয়মকানুন বা কমপ্লায়েন্স পরিচালনা করতে পারবেন এতে মাত্র ২৪ টাকা থেকে শুরু হওয়া সাশ্রয়ী মূল্যের 'সেলফ-ফাইলিং' (নিজে নিজে ফাইল করার) সুবিধার পাশাপাশি জটিল কর ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তাপ্রাপ্ত পরিকল্পনার ব্যবস্থাও রয়েছে- ফোনপে আজ তাদের প্ল্যাটফর্মে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ট্যাক্স ফাইলিং' বা কর জমা দেওয়ার পরিষেবা চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। ব্যক্তি, ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার জন্য কর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে তৈরি এই পরিষেবার মাধ্যমে, লক্ষ লক্ষ ফোনপে ব্যবহারকারী অ্যাপের নির্ভরযোগ্য পরিবেশেই সহজে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে এবং মাসিক জিএসটি সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পারবেন।ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স প্ল্যাটফর্ম 'ট্যাক্সবাডি'-র সাথে অংশীদারিত্বে চালু হওয়া এই পরিষেবাটি বিভিন্ন সুবিধার এক সমন্বিত ব্যবস্থা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে মাত্র ২৪ টাকা থেকে শুরু হওয়া 'সেলফ-ফাইলিং' সুবিধা, জটিল কর পরিস্থিতির জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তাপ্রাপ্ত পরিকল্পনা এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য মাসিক জিএসটি ফাইলিংয়ের ব্যবস্থা। অ্যাপের মধ্যেই দৈনন্দিন আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি এই সুবিধাগুলো পাওয়ায় বাইরের কোনো পোর্টালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না; বরং আইটিআর অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং নিয়মিত জিএসটি ফাইলিংয়ের মতো প্রয়োজনীয় সব টুলস এখানে সহজেই পাওয়া যায়।এই পরিষেবা চালু হওয়া প্রসঙ্গে ফোনপে-র 'ইন-অ্যাপ ক্যাটাগরি' বিভাগের প্রধান নিহারিকা সাইগাল বলেন, ক্ষ্মফোনপে-তে আমরা এমন একটি ঝামেলামুক্ত আর্থিক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা আমাদের ব্যবহারকারীদের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ফাইলিং পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যবহারকারীদের;চাকরিজীবী পেশাজীবী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ী;সহজেই ও আত্মবিশ্বাসের সাথে কর সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করতে সক্ষম করে তুলতে চাই। ট্যাক্সবাডি -র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিটিও শ্রীনিবাস রেড্ডি আরও বলেন, ক্ষ্মসারা ভারতের ব্যবহারকারীদের কাছে আমাদের এআই -চালিত ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তাপ্রাপ্ত কর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ফোনপে-র সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মানসম্মত কর বিষয়ক পরামর্শ এবং ফাইলিং সহায়তা ব্যাপক পরিসরে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্য আমাদের রয়েছে, এই উদ্যোগটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইনসুলিন আইকোডেক-নোভো নরডিস্ক ইন্ডিয়া বেসাল ইনসুলিন চালু করল

নয়াদিল্লিঃ্ক নোভো নরডিস্ক ইন্ডিয়া আজ ভারতে আউইক্লি (ইনসুলিন আইকোডেক)-এর উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেছে। এটি প্রাপ্তবয়স্ক টাইপ ১ অথবা টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশ্বের প্রথম সপ্তাহে একবার ব্যবহৃত বেসাল ইনসুলিন। আউইক্লি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ইনসুলিন গ্রহণের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে। প্রতিদিন একবার ইনসুলিন নেওয়ার পরিবর্তে এখন সপ্তাহে মাত্র একবার ইনজেকশনই যথেষ্ট হবে। এর ফলে বছরে ইনজেকশনের সংখ্যা ৩৬৫ থেকে কমে মাত্র ৫২-এ নেমে আসবে। অগ্রযাত্রা-১ক্লিনিক্যাল প্রোগ্রামে আউইক্লি দিনে একবার ব্যবহৃত গ্লারজিন ইউ১০০-এর তুলনায় এইচবিএ১সি কমাতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ধরে রাখতে আরও ভালো ফলাফল দেখিয়েছে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আরও বেশি সংখ্যক রোগী হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি ছাড়াই এইচবিএ১সি -এর মাত্রা ৭শতাংশ -এর নিচে আনতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি, এইচবিএ১সি -এর একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক সূচক হিসেবে বিবেচিত আউইক্লি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে রোগীরা সারাদিন রক্তে শর্করার মাত্রা আরও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন।(আউইক্লি)-এর মূল্য নিম্নরূপ; প্রতি সপ্তাহে ৭০ ইউনিট ডোজের জন্য প্রতি সপ্তাহে ২৬১ টাকা। পেন দুটি ভলিউম ভ্যারিয়েন্টে উপলব্ধ হবে; ১ মিলিলিটার এবং ৩ মিলিলিটার। ১ মিলিলিটার পেনে (৭০০ ইনসুলিন ইউনিট) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ২,৬১১ টাকা। একটি পেনে ৭০০ ইনসুলিন ইউনিট থাকে। যদি একজন রোগী প্রতি সপ্তাহে ৭০ ইউনিট ডোজ গ্রহণ করেন, তবে একটি পেন প্রায় ১০ সপ্তাহ (প্রায় ২.৫ মাস) পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। ৩ মিলিলিটার পেনে (২,১০০ ইনসুলিন ইউনিট) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ৭,৮৩৩ টাকা।নোভো নরডিস্ক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রান্ত শ্রোত্রিয়া বলেন, তভারতে আউইক্লি-এর উদ্বোধন ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নোভো নরডিস্কের একটাই লক্ষ্য;রোগীদের জন্য ইনসুলিন থেরাপিকে আরও সহজ, আরও নিরাপদ এবং আরও সহজলভ্য করে তোলা। সপ্তাহে মাত্র একবার ইনসুলিন নেওয়ার এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের ক্ষেত্রের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। আজ সেই স্বপ্ন ভারতে বাস্তবে

পরিণত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আউইক্লি ইনসুলিন চিকিৎসা শুরু করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান মানসিক ও শারীরিক বাধা কমাতে সাহায্য করবে এবং শেষ পর্যন্ত আরও বেশি মানুষকে ডায়াবেটিস আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও উন্নত জীবনমান অর্জনে সহায়তা করবে।নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতাল-এর অ্যাপোলো সেন্টার ফর ওবেসিটি, ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজি (ঙঙ্খঞ্জঙ্গক্ক)-এর সিনিয়র কনসালট্যান্ট এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ও ডায়াবেটোলজিস্ট ডা. এস. কে. ওয়াংনু বলেন, তঅনেক রোগীর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ইনসুলিন এখনও চিকিৎসার মূলভিত্তি। কিন্তু ইনসুলিন চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করা এবং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা অনুসরণ না করার প্রবণতা বাস্তব চিকিৎসা ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে অর্থবহভাবে সহজ করে তুলতে পারে এমন সদ্যজাত রোগীদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সপ্তাহে মাত্র একবার ব্যবহৃত বেসাল ইনসুলিন ইনসুলিন চিকিৎসা শুরু করার বিষয়ে রোগীদের আশঙ্কা কমাতে পারে এবং সময়মতো চিকিৎসা শুরু করার গুরুত্ব নিয়ে চিকিৎসকদের রোগীদের সঙ্গে আরও ফলপ্রসূ আলোচনা করতে সহায়তা করতে পারে।ভারতে ডায়াবেটিসের বর্তমান চিত্রঃ্ক কার্যকর সমাধানের জরুরি প্রয়োজন-বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস মহামারির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এখন ভারত। সমস্যার ব্যাপকতা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে আউইক্লি-এর আগমন অত্যন্ত সময়োপযোগী।ভারতে ১০ কোটিরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ রোগীর সংখ্যাগুলোর অন্যতম।এছাড়া আরও প্রায় ১৩.৬ কোটি মানুষ প্রিডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যা ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। এনএফএইচএস -৬ (২০২৩,২৪) সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহর ও গ্রাম; উভয় ভারতেই রক্তে শর্করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষদের মধ্যে ২০.৯ শতাংশ , এর রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অথবা তাঁরা ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবন করছেন। এনএফএইচএস-৫ (২০১৯, ২১)-এ এই হার ছিল ১৫.৬শতাংশ ।১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মহিলাদের মধ্যে ১৭.৮ শতাংশ ,এর রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি অথবা তাঁরা ডায়াবেটিসের ওষুধ গ্রহণ করছেন। এই হার ছিল ১৩.৫ শতাংশ ।ভারতে গড়ে ৭,৯ বছর দেরিতে ইনসুলিন চিকিৎসা শুরু হয়। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে ইনজেকশনের ভয়, ব্যথার আশঙ্কা এবং চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ভারতে ইনসুলিন থেরাপি গ্রহণের ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসক;উভয় পক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকেই একাধিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে-রোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে- ইনজেকশনের ভয়, ব্যথার আশঙ্কা, চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে সংবেদনশীলতা এবং চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতা।চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে- সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি (যেমন হাইপোগ্লাইসেমিয়া ও ওজন বৃদ্ধি), ইনসুলিনের ডোজ ধাপে ধাপে সমন্বয়ের জটিল প্রক্রিয়া (টাইট্রেশন রেজিমেন) এবং রোগী নিয়মিতভাবে চিকিৎসা মেনে চলবেন কি না;সে বিষয়ে উদ্বেগ।টাইপ ২ ডায়াবেটিসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিন থেরাপি চিকিৎসাগতভাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিদিন ইনজেকশন নেওয়ার ধারণা থেকেই অনেক রোগীর মধ্যে অনীহা ও মানসিক বাধা তৈরি হয়। আউইক্লি এই বাধা দূর করতেই তৈরি হয়েছে। সপ্তাহে মাত্র একবার ডোজ গ্রহণের সুবিধা, শক্তিশালী ক্লিনিক্যাল প্রমাণ এবং নোভো নরডিস্কের সহজ ও নির্ভুল ব্যবহারের জন্য পরিচিত ফ্লেক্স টাচ ডিভাইসের মাধ্যমে আউইক্লি ইনসুলিন থেরাপি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে;এটি ইনসুলিন এড়িয়ে চলার মানসিকতা থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণের পথে রোগীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

CLICK BOOK PAY
For Classified/Tender Advertisements
Scan here to book your ad...
Please Contact us:
8420669741
eoiclassified@gmail.com
THE ECHO OF INDIA
ENGLISH DAILY from: KOLKATA, SILIGURI, GANGTOK, GUWAHATI, NEW DELHI and SRI VIJAYA PURAM (PORT BLAIR)
লিপি
ARTHIK LIPI: BENGALI DAILY from KOLKATA SILIGURI and SRI VIJAYA PURAM (Port Blair)
इंफो इंडिया
INFO INDIA: HINDI DAILY from KOLKATA, NEW DELHI SILIGURI and SRI VIJAYA PURAM (Port Blair)

পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের পছন্দের বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য ঃ মন্ত্রী তাপস রায়

কলকাতা : এমসিসিআই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়ের সম্মানে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এরপর 'বাংলার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়';এই বিষয়ের ওপর একটি বিশেষ ভাষণও অনুষ্ঠিত হয়।শ্রী তাপস রায় জানান, নতুন রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যটিকে পূর্ব ভারতের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা।একটি মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখার সময় শ্রী রায় বলেন যে, সরকার পাট ও চায়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন শিল্প স্থাপনেও উৎসাহ জোগাবে।তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সহজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, তরাজস্ব সংগ্রহ বা আয় বৃদ্ধি শিল্প নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। শীঘ্রই খসড়া শিল্প নীতি ঘোষণা করা হবে। রাজ্য সরকার এই প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়ার জন্য শিল্পমহলকে আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি জানান, জাপানের মিতসুবিশি সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুর্গাপুর বা পানাগড়ে এর জন্য জমি দেওয়া যেতে পারে। জাপানি সংস্থাটির কর্মকর্তারা এই মাসেই আবার আসবেন। তিনি আরও জানান যে,

বৈঠকের সময় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।খসড়া শিল্প নীতির বিষয়ে তিনি বলেন যে, এর বিস্তারিত রূপরেখা তৈরির কাজ চলছে। তিনি বলেন, তপ্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আমাদেরও এমন সব শিল্প-সহায়ক সুবিধা বা প্রণোদনা দিতে হবে, যা অন্য রাজ্যগুলো দিচ্ছে।শ্রী রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন, যা রাজ্যের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পশ্চিমবঙ্গের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা দরকার। তিনি বলেন, তআমাদের লক্ষ্য হলো রাজ্যটিকে একটি প্রধান শিল্প-কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা।মন্ত্রী জানান, নতুন সরকার রাজ্যে স্টার্ট-আপ ইকো-সিস্টেম বা নতুন উদ্যোগের পরিবেশ গড়ে তুলতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সেন্টার এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার-এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে।তিনি আরও বলেন যে, সরকার লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করবে যাতে সেগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা যায়।তিনি ব্যবসায়ীদের চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেটের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়ারও আশ্বাস দেন। শিল্পখাত ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক হবে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে। এছাড়া সরকার শিল্প-ক্লাস্টার ও শিল্প-করিডোর গড়ে তোলার পাশাপাশি শিল্প সংক্রান্ত অনুমোদনের জন্য 'সিঙ্গেল উইন্ডো' বা একক-দ্বার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেবে।এর আগে, এমসিসিআই -এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি প্রীতি এ. সুরেকা তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের ফলে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার) সুবাদে রাজ্যের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নতুন করে বড় ধরনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

হিন্দি কর্মশালা ও টাইপিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইসিএলের

সানক্টোরিয়া : ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর সদর দপ্তরে অবস্থিত 'রাজভাষা' (দাপ্তরিক ভাষা) বিভাগের উদ্যোগে, সদর দপ্তরের মানবসম্পদ বিভাগে একটি 'হিন্দি কর্মশালা ও টাইপিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় ইসিএল সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা অত্যন্ত আগ্রহ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের কম্পিউটারে হিন্দি টাইপিংয়ের কৌশল সম্পর্কে পরিচিত করা এবং দাপ্তরিক চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে হিন্দির কার্যকর ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের হিন্দি টাইপিংয়ের বিভিন্ন দিক;যেমন ইউনিকোড-ভিত্তিক টাইপিং পদ্ধতি, কি-বোর্ড লেআউট এবং হিন্দিতে দক্ষতার সাথে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের ব্যবহারিক কৌশল; সম্পর্কে অবহিত করা হয়। হাতে-কলমে অনুশীলনের সেশনগুলো অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনে এবং হিন্দি টাইপিংয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারীরা গভীর আগ্রহের সাথে সেশনগুলোতে অংশ নেন এবং ব্যবহারিক অনুশীলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন, যার ফলে কর্মসূচিটি তথ্যবহুল ও অংশগ্রহণমূলক হয়ে ওঠে। ডিজিটাল কর্মপরিবেশে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে হিন্দির ব্যবহারে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এই কর্মশালাটি সহায়তা করেছে।ভারত সরকারের দাপ্তরিক ভাষা নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সমগ্র সংস্থা জুড়ে দাপ্তরিক যোগাযোগে হিন্দির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসিএল-এর রাজভাষা বিভাগ নিয়মিতভাবে এ ধরনের দক্ষতা-উন্নয়নমূলক উদ্যোগের আয়োজন করে চলেছে।

হাওড়া ডিভিশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন বাতিল

আর্থিক লিপি প্রতিবেদন : হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল স্টেশন এলাকায় রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ৩৬০ মিনিটের (১১ জুলাই রাত ১১-৩০ মিনিট থেকে ১২ জুলাই ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত) একটি ট্রাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হবে। ১১ জুলাই হাওড়া থেকে: ৩৭২৮৯ নম্বর ইএমইউ লোকাল বাতিল করা হয়েছে। ১২ জুলাই ব্যান্ডেল থেকে: ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২২০, ৩৭২২২ নম্বর ইএমইউ লোকাল বাতিল করা হয়েছে। হাওড়া থেকে: ৩৭২১১, ৩৭২১৩, ৩৭২১৫ নম্বর ইএমইউ লোকাল বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও, ১২ জুলাই ৬৩৫০১ হাওড়া , বর্ধমান মেমু ট্রেনটি কর্ড লাইনের ওপর দিয়ে ঘুরপথে চলাচল করবে।

E-TENDER NOTICE.

***Name of work:* "Emergent Temporary construction of Two Number of waterproof pandal with ceiling and side cover (without hanger) - (1) Pandal 75 feet x 40 feet including Stage (18 feet x 24 feet) with flower decoration, Stair, Barricading around the D- Zone area (200 sitting capacity) with low height wooden platform covered with carpet, (2) Pandal 60 feet x 40 feet with low height wooden platform covered with carpet and other allied works in connection with the upcoming VVIP visit to BOP Jumagach on 18th July 2026, in the district of Jalpaiguri under Jalpaiguri Division, PWD."**

Short NIT No – 06 of EE, PWD, Jalpaiguri Division, Jalpaiguri.
Last Date of submission :- 14-07-2026 upto 12.00Hrs
Opening date :- 14-07-2026 at 12.30Hrs
N.B.:- Corrigendum if any will be published in departmental website only.
For detail plz see- https://wbpwd.gov.in

Sd/-
EE, PWD,
Jalpaiguri Division, Jalpaiguri.

অভিষিক্তা কালচারাল ইউনিট ও ইনার আই আয়োজন করেছে 'বঙ্গ শিরোপা সম্মান ২০২৬'

কলকাতা : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, মানবকল্যাণ, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা, চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার বহু মানুষ নিবিষ্ট সাক্ষর রেখে চলেছেন।

আমাদের চারপাশে এমন বহু ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সাফল্যের শিখর ছুঁয়ে আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সব মানুষদের স্বীকৃতি দিতেই অভিষিক্তা কালচারাল ইউনিট ও ইনার আই আয়োজন করেছিল ; বঙ্গ শিরোপা সম্মান ২০২৬ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ, বাগবাজার, কলকাতায় আয়োজিত হল এই সম্মাননা অনুষ্ঠান। এই দিন উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ও বরিষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অনামিকা সাহা, আর.জে. রয় ও তার শব্দবাজি টিম, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বং শর্ট শুভম চৌধুরী এবং সফল ব্যবসায়ী,

অভিনেত্রী ও পডকাস্ট সঞ্চালিকা স্বরলিপি লিপি। এঁদেরও তবঙ্গ শিরোপা সম্মানদ-এ সম্মানিত করা হয়। এরপর এঁদের হাত দিয়েই সমাজের সেই সব সবিশেষ ব্যক্তিত্বদের, যাঁদের অন্বেষণ করে এনেছে অভিষিক্তা কালচারাল ইউনিট ও ইনার আই, তাঁদের এই সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত করা হয়। এই দিন বঙ্গ শিরোপা সম্মান ২০২৬দ এর মঞ্চ থেকেই তাঁদের সাফল্যের পেছনের কাহিনী নিয়ে লেখা তসাফল্যের সাতকাহনদ শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে সুযোগ্য মানুষদের কাজের সম্মান জানাতে অভিষিক্তা কালচারাল ইউনিট ও ইনার আই আয়োজিত এই তবঙ্গ শিরোপা সম্মান ২০২৬দ এর মঞ্চ হয়ে উঠেছিল নক্ষত্র খচিত ও জমজমাট।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে ইএমইউ স্পেশাল চালাবে পূর্ব রেল

আর্থিক লিপি প্রতিবেদন : তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবের পঞ্জিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রাবণী মেলা চলাকালীন তারকেশ্বর ও শেওড়াফুলি স্টেশনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তদের ব্যাপক সমাগম দেখা যায়, যারা এই উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন শ্রাবণী মেলা চলাকালীন প্রতি সোমবার এবং অন্যান্য উৎসবের দিনগুলিতে (অর্থাৎ ২০,২৭ জুলাই, ০৩, ১০,১৭,২৪ আগস্ট) বিদ্যমান পরিষেবাগুলির পাশাপাশি বেশ কিছু অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে।ভগবান শিবের জলাভিষেক সম্পন্ন করতে তীর্থযাত্রীদের হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হাওড়া-তারকেশ্বর-হাওড়া রুটে ছয় জোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। হাওড়া-তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি (অর্থাৎ ০৩০৬১, ০৩০৬৩, ০৩০৬৫, ০৩০৬৭, ০৩০৬৯ ও ০৩০৭১) হাওড়া থেকে যথাক্রমে রাত ১২-৩০, ১টা, ১-৪৫, ৩টে, ৩-৫০ ও ৪-২৫ মিনিটে ছাড়বে এবং তারকেশ্বরে যথাক্রমে রাত ২টো, ২-৩০, ৩-১৫, ভোর ৪-৩০, ৫-২০ ও ৫-৫৫ মিনিটে পৌঁছবে। একইভাবে, শিব দর্শনের পর ভক্তদের হাওড়ায় ফিরিয়ে আনার জন্য তারকেশ্বর-হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি (যেমন;০৩০৬২, ০৩০৬৪, ০৩০৬৬, ০৩০৬৮, ০৩০৭০ ও ০৩০৭২) যথাক্রমে রাত ১-১৫, ২-১০, ২-৫০, ভোর ৪-৩০, সকাল ৬-০৫ ও ১১-৪০ মিনিটে তারকেশ্বর থেকে ছাড়বে এবং হাওড়ায় পৌঁছবে যথাক্রমে রাত ২-৪৫, ৩-৪০, ৪-১৫, ভোর ৬টা, সকাল ৭-৩৫ ও দুপুর ১-১০ মিনিটে।এর পাশাপাশি, পূর্ব রেল শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বরের মধ্যে ৬ জোড়া এবং ব্যান্ডেল ও শেওড়াফুলির মধ্যে ২ জোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থাও করেছে। শেওড়াফুলি- তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি (যেমন; ০৩০৭৪, ০৩০৭৬, ০৩০৭৮, ০৩০৮০, ০৩০৮২ ও ০৩০৮৪) যথাক্রমে রাত ১-৪৫, ২-৪৫, ৩-৩০, ভোর ৪-২০, সকাল ১১-৪৫ ও দুপুর ১-২৫ মিনিটে শেওড়াফুলি থেকে ছাড়বে এবং তারকেশ্বরে পৌঁছবে যথাক্রমে রাত ২-৩৫, ৩-৩৫, ৪-২০, ভোর ৫-১০, দুপুর ১২-৩৫ ও ২-১৫ মিনিটে।

বিপরীত দিকে, তারকেশ্বর,শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি (অর্থাৎ ০৩০৭৩, ০৩০৭৫, ০৩০৭৭, ০৩০৭৯, ০৩০৮১ ও ০৩০৮৩) যথাক্রমে রাত ১২-৪৫, ১-৪৫, ২-৩০, ৩-২০ এবং সকাল ১০-৪৫ ও দুপুর ১২-২৫-এ তারকেশ্বর থেকে ছেড়ে যথাক্রমে রাত ১-৩৫, ২-৩৫, ৩-২০, ৪-১০ এবং সকাল ১১-৩৫ ও দুপুর ১-১৫-এ শেওড়াফুলি পৌঁছবে। ব্যান্ডেল-শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল (০৩০৮৫ ও ০৩০৮৭) ব্যান্ডেল থেকে যথাক্রমে রাত ০২-০৫ ও ০৩-২০ মিনিটে ছেড়ে শেওড়াফুলিতে রাত ০২-৩৫ ও ০৩-৪৫ মিনিটে পৌঁছবে।

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

চার্চ রোড-৭৭৭৩
নানক কমপ্লেক্স, সেভক রোড
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল : VJSILI@bankofbaroda.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (এবং এর সাথে পঠিত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশ)-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি;যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা বা চার্জ করা হয়েছিল এবং যার প্রতীকী দখল 'ব্যাঙ্ক অফ বরোদা'-র (সুরক্ষিত ঋণদাতা) অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন;সেগুলি ''যেমন আছে, যেখানে আছে'' ''যেমন আছে, যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে ২৫.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২:০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত সময়ে বিক্রি করা হবে। ব্যাংক অফ বরোদা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে; সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের কাছে ব্যাংকের এই পাওনার বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রম নং	শাখা এবং যোগাযোগের ব্যক্তি	আদায়ের জন্য মোট বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য টাকায়	বায়না অর্থ ইএমডি (EMD) জমা (টাকায়)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মেসার্স হিল কিং ডেইরি প্রা. লিমিটেড বন্ধকদার ১. কল্পনা সাগর ২. শ্রী সুনীল সাগর জামিনদার: ১. শ্রী সুনীল সাগর পিতা দাদু সাগর ২. শ্রীমতি কল্পনা সাগর স্বামী সুনীল সাগর ৩. শ্রী রুদ্র বাহাদুর গুরুং পিতা ডম্বর বাহাদুর গুরুং শাখার নাম চার্চ রোড	১০,৫৮,৬২,৯৬৪.৬০ টাকা (দশ কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার নয় শত ষাট চৌষট্টি এবং ষাট পয়সা মাত্র) এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি।	একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ (বন্ধক); সম্পত্তিটি একটি দোতলা আবাসিক ভবনের প্রথম তলার (গ্রাউন্ড ফ্লোর) দক্ষিণ দিকের একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের অংশ (যেখানে দুটি ৩-বিএইচকে ফ্ল্যাট একত্রিত করা হয়েছে)। ফ্ল্যাটটির 'সুপার বিল্ট-আপ' আয়তন ১১৪৫ বর্গফুট এবং এর সাথে জমির আনুপাতিক অংশ ও সাধারণ ব্যবহারের জায়গা (কমন এরিয়া) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভবনটি ৬.৫৬ কাঠা জমির ওপর নির্মিত সম্পত্তিটি এল.আর. খতিয়ান নং ২৩৮ এবং আর.এস. প্লট নং ৭৪৯ ও ৬৯ (যা এল.আর. প্লট নং ৭৮-এর অনুরূপ)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত মাটিগাড়া থানার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাগডোগরায় অবস্থিত (এডিএসআর শিলিগুড়ি-২-এর আওতাধীন); মৌজা- ধুকুরিয়া, পরগনা- পাথারঘাটা, জে.এল. নং- ৫৩। সম্পত্তি আইডি: BARB082024HILL দখল: প্রতীকী	২৪,১০,০০০.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ : ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র)	২,৪১,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার মাত্র)	১৮-০৭-২০২৬ ১৪:০০ থেকে ১৮-০৭-২০২৬ ১৮:০০

এই ই-নিলামটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স এসআইএসএল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড' https-//baanknet.com : এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আগ্রহী নিলামকারীদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলামের ওয়েবসাইটে নিজেদের নিবন্ধন করেছেন এবং https-//baanknet.com-এ প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানকারীর তৈরি ভার্চুয়াল ওয়ালেটে 'আর্নস্ট মানি' (বায়না বা জামানত) জমা দিয়েছেন।
যেসব আগ্রহী নিলামকারীর লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি, তথ্য আপলোড, নিলামের নথিপত্র জমা দেওয়া, প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন (ডেমোনস্ট্রেশন) এবং অনলাইন 'ইন্টার-সে বিডিং' (নিলামে পারস্পরিক দর-কষাকষি)-এর শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন, তারা https-//baanknet.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন।
বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে 'সিকিউরড ক্রেডিটর' (সুরক্ষিত ঋণদাতা) হিসেবে ব্যাংক অফ বরোদার ওয়েবসাইট ঃ **https-//www.barb.co.in/, https-//baanknet.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
সারফেসি আইনের ৮(৬) ধারার অধীনে বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি: এটি সারফেসি আইন ২০০২-এর ৮(৬) ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণের গ্রহীতা/জামিনদারকেও দেওয়া একটি বিজ্ঞপ্তি, যা উপরে উল্লিখিত তারিখে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য নিলাম আয়োজনের বিষয়ে জানানো হচ্ছে।
অনুসন্ধানের জন্য: রাজর্ষি দাশগুপ্ত , অনুমোদিত আধিকারিক মোবাইল নম্বর: ৮৩৭৩০৬১১০২।
দ্রষ্টব্য:-
১. কোনো কারণে বিড/নিলামের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হলে, সফল নিলামকারী/ক্রেতা সেই বিড/নিলামের অর্থের ওপর কোনো সুদ দাবি করতে পারবেন না।
২. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি বর্তমানে ব্যাংক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক 'সিম্বলিক পজেশন' বা প্রতীকী দখলে রয়েছে। ব্যাংক যখনই এর বাস্তব দখলে বা প্রকৃত দখল হাতে পারে, তখন তা সফল নিলামকারী/ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

তারিখ: ০৮.০৭.২০২৬।
স্থান: শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাংক অফ বরোদা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন / CHANGE OF NAME / এফিডেভিট

আমি, **Nilifa Bibi,** D/O- Lt. Afchhar Uddin Miah, R.N Road, Mathabhanga, College More, Ward No. 09, P.O. & P.S.-Mathabhanga, Dist.-Coochbehar, ৯/৭/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা এম কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 28/04/1984 তারিখে আমার জন্ম হয়।

Rejjak Miah, S/O- Afjal Miah, Village-Bara Masia, P.O.- Nagar Lalbazar, P.S.-Sitalkuchi, Dist.-Coochbehar, ৯/৭/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা E M কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 10/02/2001 তারিখে নিজ বাড়িতে আমার জন্ম হয়।

আমি, **Abukamal Azad** S/O Nasiruddin Mia, সাকিন - Mahishcharu, Kurshamai, Mathabhanga, Coochbehar, 29/06/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 04/01/2006 তারিখে নিজ বাড়িতে আমার জন্ম হয়।

আমি, **Mampi Khatun,** D/O- LL. Karim Bakas Miah, Village-Bara Ghariya, P.O. - Madhyam Madhusudan, P.S.-Sitalkuchi, Dist.-Coochbehar, 24/6/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা E M কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 01/01/1997 তারিখে নিজ বাড়িতে আমার জন্ম হয়।

আমি, **Rabiul Miah** S/O- Karim Bakas Miah, aged about 32 years, by faith Islam, by occupation Cultivation, resident at Village-Chhoto Salbari, P.O.-Chhoto Salbari, P.S.-Sitalkuchi, Dist.-Cooch Behar, 23/6/2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 01/01/1994 তারিখে নিজ বাড়িতে আমার জন্ম হয়।

আমি, **Manirul Jamal Mia** S/O- Karim Bakas Mia, Village-Chhoto Salbari, P.O.- Chhoto Salbari, P.S.- Sitalkuchi, Dist.- Cooch Behar, ২৩/৬/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, 01/01/1994 তারিখে নিজ বাড়িতে আমার জন্ম হয়।

I, SOMA SEN @ SOMA DAS (old name) W/o Sri Soumen Das, R/o Satyen Bose Road, Deshbandhupara, Ward No.30 of SMC, P.O-Siliguri Town, PS-Siliguri, Dist-Darjeeling, Pin-734004 shall henceforth be known as SOMA DAS SEN (new name) as declared before the Ld Executive Magistrate at Siliguri vide affidavit Sl. No. 21 dt. 08.07.2026. That SOMA SEN @ SOMA DAS (old name) and SOMA DAS SEN (new name) all are the same & one identical person.

I, TANKA PRASAD SUBEDI (SHARMA) (old name) Son of CHAMPAKHAR SUBEDI, resident of Khadalay, Pudung, Pudung Khasmahal, Pudung Kalimpong-I, Darjeeling, Pin-734301 shall henceforth be known as TANKA PRASAD SUBEDI (new name) as declared before the Ld Notary Public at Siliguri vide affidavit No. 39AA 719580 dt. 11.07.2026. That TANKA PRASAD SUBEDI (SHARMA) & TANKA PRASAD SUBEDI (new name) both are the same & one identical person.

I, CHAMPAKHAR SUBEDI (SHARMA) (old name) Son of Chandra Prasad Subedi, resident of Khadalay, Pudung, Pudung Khasmahal, Pudung Kalimpong-I, Darjeeling, Pin-734301 shall henceforth be known as CHAMPAKHAR SUBEDI (new name) as declared before the Ld Notary Public at Siliguri vide affidavit No. 39AA 719581 dt. 11.07.2026. That CHAMPAKHAR SUBEDI (SHARMA) (old name) & CHAMPAKHAR SUBEDI (new name) both are the same & one identical person.

I, Bidhay Gurung, S/O Harka Bahadur Gurung resident of Gossainpur Natunpara Near Indane Gas Office Lalman Bagdogra Dist Darjeeling West Bengal-734014, Hereby declare that Ihave changed my name from Bidhay Gurung to Bidhay Gurung and henceforth I shall be Known as Bidhay Gurung in all purpose vide affidavit no 25AC 048001 sworn before the notary public at Bagdogra on date 9 July 2026 Bidhay Gurung and Bidhya Gurung both are same and one identical person.

I, (Old Name) Md Belal Hossain, S/O. Sekh Alimuddin Biswas, residing at Vill. Pargaon, P.O. Tungidighi, P.S. Karandighi, Dist. Uttar Dinajpur shall henceforth be known as (New Name) as declared before the Notary Public, Raiganj, Dated 10.07.2026 (Old Name) Md Belal Hossain and (New Name) Belal Hossain both are same and one identical person. That my son's name is Md Firoj.

আমি, **Manikul Miah,** Vill- Nalgram Fragment, P.O- Jatamari, P.S.- Sitalkuchi, Dist.-Coochbehar, ১৯/৬/২০২৬ তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের এফিডেভিটে জানাই, আমারপুত্র Mohammad Sakil 12/11/2022 তারিখে Gajendra Narayan Singh Hospital (Address- Rajbiraj, Saptari, Nepal,) জন্ম গ্রহণ করে।

লিপি | শিলিগুড়ি, রবিবার, ১২ জুলাই, ২০২৬
Siliguri • Sunday • July 12, 2026
Arthik Lipi, Page 6

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের ঘটনায় আলোড়ন চলছেই

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের ঘটনায় এবার হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কারণ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-এর দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে। রাজ্য পুলিশের পরে সম্প্রতি ইডিও তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় করে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুক্রবার হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কালীঘাট তৃণমূল। আদালত সূত্রে খবর, কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের ফ্রিজ় করা তিনটি অ্যাকাউন্ট নিয়ে একটি রক্ষাকবচ দিয়েছে হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ। কিন্তু আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডির নতুন করে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় হওয়ায় সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে আদালতের দৃষ্টিআকর্ষণ করে মামলা দায়ের করার অনুমতি চান কিশোর দত্ত। কালীঘাট তৃণমূলকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি রাও। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেমে বিধাননগর পুলিশ আগেই তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় করে। ওই মামলায় বৃহস্পতিবারই কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাময়িক স্বস্তি পায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করে হাইকোর্ট। অন্তর্বর্তী নির্দেশে বলা হয়, ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্টের টাকা ওই স্পেশ্যাল অফিসারের মাধ্যমেই তুলতে হবে কালীঘাট তৃণমূলকে। সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে যে কোনও দু'জনের সই করা চেকে স্পেশ্যাল অফিসারের পাল্টা স্বাক্ষরের পরেই ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ তোলা যাবে বলে বৃহস্পতিবার জানায় হাই কোর্ট। এদিকে সমস্যা হল, অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের পাশাপাশি তদন্ত চালাচ্ছে ইডিও। গত মঙ্গলবার ওই মামলার সূত্র ধরে কলকাতা এবং শহরতলির পাঁচ জায়গায় হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। ওই তল্লাশি অভিযানের বিষয়ে বুধবার একটি বিবৃতি দেয় ইডি। সেখানে বলা হয়, এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে তৃণমূলের তিনটি অ্যাকাউন্টে ৪৪০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা রয়েছে। ওই তিনটি অ্যাকাউন্টকে আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএমএলএ)-এর ১৭ (১-এ) ধারায় ফ্রিজ় করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের আরও বেশ কিছু অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। সূত্রের খবর, কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কে মিলিয়ে ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় কালীঘাট তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বৃদ্ধি পেল বলেই মনে করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ফের বড় সমস্যায় কালীঘাট তৃণমূল। সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে এবার আরও ১২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পুলিশ। মূলত সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ তুলে ঋতব্রত শিবিরের এক তৃণমূল বিধায়ক পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রথমে ৩টি এবং এবার নতুন করে আরও ১২টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের সূত্রে এও জানা গিয়েছে, তদন্তের প্রয়োজনে নতুন করে এই ১২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানানো হয়েছিল। পুলিশের সেই আইনি আবেদনে সাড়া দিয়ে অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন স্তব্ধ করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট ১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল পুলিশ। রাজ্য পুলিশের দাবি, এই ১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সব মিলিয়ে ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ রয়েছে। নতুন করে ফ্রিজ করা ১২টি অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য ও বিগত দিনের লেনদেনের খতিয়ান চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিস পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে পুলিশের নির্দেশে ফ্রিজ হওয়া প্রথম ৩টি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, দল আপাতত দৈনন্দিন কাজের জন্য ওই ৩টি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারবে। তবে তার ওপর আইনি নজরদারি বহাল করেছে আদালত। অ্যাকাউন্টগুলির আয়-ব্যয়ের ওপর নজর রাখতে হাইকোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে 'স্পেশাল অফিসার' হিসেবে নিযুক্তও করে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল থাকবেন। অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত যে কোনও দু'জন স্বাক্ষরকারী সই করে টাকা তুলতে পারবেন। তবে প্রতিদিনের খরচপত্রের সমস্ত হিসাব স্পেশাল অফিসারকে জানাতে হবে এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদার নিজে সেই খরচে 'কাউন্টার সাইন' করবেন। হাইকোর্টের এই অন্তর্বর্তী স্বস্তির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে ঋতব্রত শিবির। তাদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৩টি অ্যাকাউন্ট আংশিক সচল করার এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তারা সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করতে চলেছে। অন্য দিকে, এই বিপুল অঙ্কের লেনদেনে অসঙ্গতি মেলায় মামলার জল গড়িয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দরবারেও। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সন্দেহজনক লেনদেন এবং 'কাটমানি'র বিপুল টাকা বেআইনিভাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার প্রাথমিক হদিস পেয়েই এই মামলার তদন্তভার হাতে নিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইতিমধ্যেই ইডির তরফে ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে এবং পুলিশের ফ্রিজ করা বাকি ১২টি অ্যাকাউন্টের ওপরও কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা নজর রাখছেন।

দিনপঞ্জিকা

২৭ আষাঢ়, ভাঃ **২১** আষাঢ়, **১২ জুলাই, ২৭** আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় বদি, ২৬ মহরম ।। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩ মিঃ, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩ মিঃ।। **রবিবার, ত্রয়োদশী** রাত্রি ঘ ৮।৫৪ মিঃ ।। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৭।২ মিঃ ।। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ঘ ৮।২ মিঃ।। গরকরণ, দিবা ঘ ১০।৮ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ।। **জন্মে**— বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ৭।২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ঘ ৬।১১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ ।। **মৃতে** — একপাদদোষ ।। **যোগিনী** — দক্ষিণে, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে পশ্চিমে ।। **বারবেলাদি** ঘ ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে ।। **কালরাত্রি** ঘ ১।৩ গতে ২।২৩ মধ্যে।। **যাত্রা** — যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।১৮ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে যাত্রা নাই ।। **শুভকর্ম্ম** — গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ঘ ৭।২ গতে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ঘ ৭।২ মধ্যে ধান্যরোপণ, রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গর্ভাধান ।। **বিবাহ** — ***সন্ধ্যা ঘ ৬।২৩ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ধনুর্লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ***।। **বিবিধ** — ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন ।। রাত্রি ঘ ৮।৫৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।৩০ মধ্যে গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে একাদশীর পারণ ।। **শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের তিরোধান দিবস** (২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৪ সন) ।। **অমৃতযোগ** — দিবা ঘ ৬।৫২ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৯ মধ্যে ।। **মাহেন্দ্রযোগ** — দিবা ঘ ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।।

পৌষালীতে বঙ্গদেশ

ড: সায়ন্তন মজুমদার

প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে বাঙালি কবি গোবিন্দদাস লিখেছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ; 'পৌখলীরজনী পবন বহে মন্দ।/ চৌদিকে হিমহিমকর করু বন্ধ।।' পদটি পৌষের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে শ্রীরাধার অভিসার সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ছত্রে কবি তুষারপাতের কথা বলেছেন, জানিনা কবি দার্জিলিং গিয়েছিলেন কিনা! অতঃপর ভয়ংকর শৈত্যের কথা কবি লিখেছেন; 'মন্দিরে রহতসবহুঁতনুকাঁপ।/ জগজন শয়নে নয়ন রহুঁঝাঁপ।।' অর্থাৎ এতই ঠাণ্ডা পড়েছে যে লোকে চোখ খুলতেই ভয় পাচ্ছে। প্রেম অপেক্ষা 'ব্রেকআপ' সুলভ হাল আমলের প্রেমিকপ্রেমিকারা এই পদ থেকে শিক্ষা নিতে পারে যে প্রেম পাওয়ার জন্য জন্য রাধাকে কতটা কষ্ট করতে হয়েছিল। আজ যখন আমরা সবাই পৌষ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছি তখন সম শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণমুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের অন্যতমা নায়িকা ফুল্লরার বারোমাস্যায় পৌষে তাঁর বেদনার কথা শুনে আমাদের চোখে জল আসবেই ;'পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন/তুলি পারি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।/ হরিণ বদলে পাইল পুরাণখোসলা /উড়িতে সকল অঙ্গে বরিস এধুলা।' আমাদের কম্বল, হুডি, শাল, সোয়েটার টুপি,চাদরের প্রাচুর্যের মধ্যে শীত নিবারণের জন্য কিছু না পাওয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে ফুল্লরার অনুভব তাই যথার্থই প্রকট হয়েছে;'বৃথা বনিতা জনম'। জন্মদ্বিশতবর্ষে উপনীত উনিশ শতকের মহাকবি,অমিত্রাক্ষরস্রষ্টা মধুসূদন দত্তের বাল্যরচনাতে মিতাক্ষরে আশ্চর্যজনকভাবে ফুটে উঠেছিল ;'হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত /রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।' অল্প বয়সে রচিত এই কবিতাটির ভাব আবার ফুটে উঠেছে পরিণত বয়সে লেখা চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে। পৌষ উৎসবের রেশ ধরেই আসে নতুন বছর। সেই নতুন বৎসর বিষয়ক সনেটেও মধুকবির লেখনীতে উঠে এসেছিল আশা করে হতাশা প্রাপ্ত হয়ে নিরাশ হওয়ার কাহিনী; 'ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল /বৎসর, কালের ঢেউ ঢেউর গমনে।/নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল/ আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে /কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল/ হায়রে, কবতা কারে, কব তা কেমনে!' আবার বিংশ শতাব্দীতে কবি বিষ্ণু দে রচিত 'এক পৌষের শীত' কবিতার অবয়ব জুড়ে এমনিভাবেই উঠে এসেছে নানা যন্ত্রণার কথা। তবে প্রথম ও শেষস্তবকে রয়েছে আশায় উজ্জ্বল পৌষের কথা;'দু-চোখ ছায় বাংলাদেশের মাটি/ নদী ও খাল খামার তেপান্তর/ পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি/ অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'ভারতবর্ষ' গল্পে শুনিয়েছিলেন রাঢ়বাংলার শীতের বৃষ্টির কথা, যাকে 'ভদ্রলোকে' বলতো পউষে বাদলা, 'ছোটলোকে' বলে ডাওর। সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পে পাই 'ডাকাতের মা'র কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুম না আসার কাহিনী, যার জন্য তাকে ছেলে সৌখির হাতে মার খেতে হয়েছিল। সবশেষে আসি বিশ্বকবীন্দ্র গীতিতে। না, উদ্ধৃতি চিহ্নযোগে লিখব না বরং আপনারা সেগুলির গদ্যরূপ পাঠ করে গীতিরূপের মূর্ছনায় আবিষ্ট হয়ে যান। তার গানের ডাকে সাড়া দিয়ে আজও আমরা উৎসব প্রাঙ্গণে চলে আসি,সকলকে নিয়ে আসি। পাকা ফসলে সেই উৎসবের ডালা ভরে ওঠে, দিগবধূরা ধানের ক্ষেতে হাওয়ার নেশায় মেতে ওঠে, মৃত্তিকাঞ্চলে সোনারোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ে,মাঠের বাঁশি শুনে আকাশ খুশি হয়। আজ ঘরেতে আর কেউ থাকেনা; দুয়ার খুলে সবাই বেড়িয়ে পড়ে। ধানের শিষে শিশির লেগে আলোর হাসি জেগে ওঠে, ধরার পাত্র হতে খুশি উথলে পড়ে। দেখুন' তো, এই গানের মধ্যে দিয়ে যে আমাদের সকলকে ডাক দিয়েছে ;তাকে আমরা চিনতে পারি কিনা?

ইতিহাসের পাতায় ধর্মমঙ্গল কাব্য

রৌরব শ্রীমানী

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট। যদিও তাঁর লেখা মূল রচনাটি পাওয়া যায়নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ময়ূরভট্ট রচিত 'শ্রীধর্মপুরাণ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হলেও সুকুমার সেন মনে করেন গ্রন্থটি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের লেখা। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ('ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্যকবি') স্বীকারোক্তি দেখে ময়ূরভট্টের কবিরূপে আদি অবস্থানকে মান্যতা দেওয়া যায় পাকাপাকিভাবে। আবার 'বর্মাতি' বা 'শ্রীধর্মমঙ্গল' রচয়িতা মানিক গাঙ্গুলীর কথায়, 'বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল/ দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।' এতে ময়ূরভট্টকে আগ্রজপ্রতিম রূপে মান্যতাদান আরও স্পষ্ট হয়। তবে রূপরাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'প্রথম কবি' হিসাবে মত দেন সুকুমার সেন। তাঁর কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল' বা 'অনাদ্যমঙ্গল'। এই কাব্যের রচনাকাল নিয়ে বিভেদ থাকার কারণেও আদিকবির স্থান নিয়ে ধোঁয়াসা থেকে গেছে। শ্রীরামপুরের (বর্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মানো রূপরামের কাব্যের রচনাকাল ১৬৪৯ সাল বলে মনে করেন সুকুমার সেন, যদিও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তা ১৭১৯ সালে। পণ্ডিতদের কাল নির্ণায়ক এই মতভেদে রূপরাম ও তাঁর কাব্যের অবস্থান যেমন সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশে গড়িয়ে পড়ে তেমনই বদলের খাতায় এসে পড়ে 'অনাদিমঙ্গল'-এর কালগত রাষ্ট্রিক বেড়ি এবং বাঙালির মানসলোক। ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীরের শাসন শেষ হবার পর শাহজাহানের শাসন চলে ১৬৫৮ অবধি। বাংলাদেশে সুবেদার শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি- কাজের প্রভূত উন্নতি ঘটে সেই সময়। আর সুকুমার সেনের মতকে মান্যতা দিলে সেই সময়ই রূপরাম কতৃক 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' লিখিত হয়। কিন্তু শাহজাহানের পরবর্তী শাসন- কাল সম্পর্কে তো প্রায় সকলেরই জানা আছে যে ঔরঙ্গজেব ১৬৬০ সালে পিতাকে বন্দি করে, জ্যেষ্ঠকে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসনে আহরণ করেন। আরাকান রাজ শাহ সুজা ১৬৬০ সালে যে হত্যা হয় তাও ঔরঙ্গজেবেরই নির্দেশে। তারপরই ঢাকায় প্রবেশ করে ঔরঙ্গজেব-সেনাপতি মীরমজুলা। এরপর শায়েস্তা খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ থেকে আজিমুদ্দিন খাঁ প্রমুখ একে একে সুবেদারদের শাসন চলে মুর্শিদকুলি খাঁ অবধি। ঔরঙ্গজেব মারা যান ১৭০৭ সালে। কিন্তু বাড়তে থাকে অরাজকতা। সুযোগ বুঝে ইংরেজ বণিকরা সুতানটী, কলকাতা, গোবিন্দপুর তিন স্থানে নিজেদের অবস্থান পাকা করে ফেলে। পাশাপাশি প্রজাদের উপর কর আদায়কে কেন্দ্র করে অত্যাচার অব্যাহত থেকে যায়; 'রাজকর লোকের তে-সানি নিল বাড়া/ অতেব সকল প্রজা হলো দেশ-ছাড়া।' আর 'আনাদিমঙ্গল' কাব্য এই প্রেক্ষাপটেই লিখে ফেলেন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। প্রজাদের দেশছাড়া হবার যে চিত্র ঘনরাম আমাদের দেখালেন তা বাংলায় কিন্তু নতুন নয়, তা চলে আসছে। কিন্তু এই অরাজকতা অবস্থানে বাঙালির গৃহী সংসারের যে চিত্রকে ঘনরাম এঁকে ফেললেন 'অনাদিমঙ্গল' কাব্যে, তা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে। বাংলার নারীদের আমিষ-নিরামিষ রান্না করা নানান খাদ্যদ্রব্য থেকে মিষ্ঠান্ন তৈরি, নারীদের বিদ্যাচর্চা থেকে যুদ্ধে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন সবই ঘনরাম সুস্পষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এসব ঘটেছে সঙ্গত কারণেই। আমরা আধুনিক বাংলা কাব্যে নারীপ্রগতিবাদের চিত্র যেখানে মধুকবির 'বীরাঙ্গনা কাব্য'এর মধ্যে সার্থকভাবে পেয়ে থাকি বলে মনে করা হয় তা আদতে মধ্যযুগেই করে গেছেন কবি ঘনরাম। সেদিক থেকে ঘনরাম নারীর বীরাসত্তা'কে এগিয়ে দিয়েছেন অনেকটাই। আর এগোবেনাই কেন? আমরা তো তার আগেই দেখেছি ইলতুৎমিস কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে। যিনি একাধারে বিদ্যোৎসাহী এবং অন্যদিকে দক্ষ যোদ্ধা। তাই মাত্র সাড়ে চার বছরের (১২৩৬-১২৪০) রাজত্বকালেই ভারতবর্ষের তিনি দৃষ্টান্তমূলক নারীশক্তি হিসাবে আমাদের স্মরণে রয়ে গেছেন। এরপর আমরা দেখি গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রানী দুর্গাবতীকে। যিনি ১৫২৪ থেকে ১৫৬৪ সাল অবধি রাজ্যশাসন চালান। দেখা মিলেছে চাঁদবিবির, যিনি ১৫৯০ সালে আকবরের মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে আহমদনগর রক্ষা করেন। আর জাহাঙ্গির চপলা পত্নী নূরজাহানের নাম তো চলে আসেই ভালো মন্দ উভয় কর্মে। এছাড়া মারাঠা শাসক তারাবাঈ আজও আমাদের নারীশক্তির উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে মনে রয়ে যায়। সেদিক থেকে নারীর ঘরের রন্ধন কর্ম টপকে বাইরের আপন বলে বলীয়ান হওয়া যোদ্ধা রূপ, কিংবা চিতার অন্দরে সতীদাহ প্রথা, জওহর প্রথায় 'নারীর আত্মপ্রান পরাজয়'কে টপকে সন্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রের মুক্তাঙ্গনে 'পুরুষ-প্রাণকে পরাজিত' করে দেওয়ার ছবি যে ধর্মমঙ্গল-এর শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরামের কাব্যে পাওয়া যাবে তা বলাই বাহুল্য। শিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া কিংবা লাউসেনের সৈনাধ্যক্ষ কালু ডোমের পত্নী, সদাডোমের কন্যা লখ্যা বা লখিয়া নারীশক্তির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি রূপে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ঘনরামের কলমে। এছাড়া কানাড়ার সহযোগী ধুমসী চরিত্রের বীর্যবত্তা এবং নয়ানী চরিত্রের লজ্জাহীন কামুক রূপ 'নারীর কাছে লজ্জাই ভূষণ' এমন অভিধা থেকে নারীকে মুক্ত করে তোলে। পরকীয়া সঙ্গ কামনা করা নয়ানী চরিত্র নির্মাণ অনিবার্যভাবে ব্যতিক্রম চরিত্র হিসাবে আমাদের সন্মুখে ধরা দেয়। এই সব কৃতিত্ব ধর্মমঙ্গলের সকল কবিকূলের মধ্যে ঘনরামেরই বেশি প্রাপ্য। কারণ এই নারীর তেজস্বী রূপ ও বীর্যবত্তার প্রকাশ তাঁর কাব্যেই বেশি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ঘনরাম পরবর্তী কবি হিসাবে মানিকরাম গাঙ্গুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাব্যে নারীর মাতৃহৃদয়ের ছবি অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। একদিকে ব্যাথাতুর বেদনায় ভরা রঞ্জাবতী যেমন তার হাতের সার্থক বাঙালি মাতার রূপ পেয়েছে তেমনই পুত্রপ্রাপ্তিতে তার ভাব বিগলিত হয়েছে। 'লাউসেনের জন্মপালা'য় ইন্দ্রজাল কোটাল ময়নানগর থেকে লাউসেনকে চুরি করার পর মাতা রঞ্জাবতী শোক মনে রাখবার মতোই। আবার ধর্ম ঠাকুরের আদেশে হনুমান কর্তৃক (দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে) লাউসেন উদ্ধার ও মাতা রঞ্জাবতীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্তও অভিনবত্বের দাবি রাখে। রঞ্জাবতীকে লাউসেন চুরির বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জানিয়ে 'দুই শিশু সন্তান'কে দেখান ছদ্মবেশী হনুমান। মাতা রঞ্জাবতী বুকের পীযুশধারা স্পর্শ করে নিজপুত্র লাউসেনকে সহজেই সনাক্ত করে। পাশাপাশি অপর শিশুটিকেও (লাউসেন ছাড়া অপর যাকে লাভ করে তার নাম কর্পূর) পেয়ে যায় রঞ্জাবতী। একসময় সন্তানহীন রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে যেখানে ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় সন্তানলাভ করেছিল তাঁর এখন দুটি সন্তানকে লাভ করে প্রসাদপ্রাপ্তিতে যে আনন্দধারার ছবি মানিক দেখিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য, 'একপুত্র লেগে আমি তেজেছিলাম প্রাণ/ দয়া করয়া দুই পুত্র দিলা ভগবান।' যদিও ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল পূজা প্রচার, তাই মাতার এই সন্তান প্রাপ্তিযোগ। কিন্তু এও ঠিক, তখনকার বেশিরভাগ বাঙালি মাতারা বৃদ্ধ স্বামীলাভ করে বন্ধ্যাজীবনে সন্তান লাভের আশায় যেভাবে শালে ভর দিয়ে নিজের প্রাণ বাজি রাখতেন তা (তা সদর্থক পদক্ষেপ না হলেও) দেশনায়ক বীরের বীরত্বের থেকে কম কিছু নয়। বাঙালি মাতার এই কৃচ্ছসাধনের চিত্রকে মানিকরামই ফুটিয়ে তুলেছেন সবথেকে ভালো। তাই 'শালেভর পালা'তে চাঁপাই-এর ঘাটে ঘনরাম যেখানে রঞ্জাবতীর একবার শালেভর দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়ে তাকে (রঞ্জার ভাসমান দেহ) বন্যা সহযোগে ধর্ম ঠাকুরের পায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, সেখানে মানিকরাম কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আরও। রঞ্জাবতীর সাথে ধর্ম ঠাকুরের প্রথমেই সাক্ষাৎ ঘটাতে চাননি মানিক, সাক্ষাৎ না পেয়ে পুনর্বার শালে ভর দেওয়ার মতো সাহসী, মহীয়সী নারী রূপে এঁকেছেন রঞ্জাবতীকে। এই দৃশ্য যতটা না করুণরসে মর্মস্পর্শী করে, তার থেকেও বেশি অবাক করে আমাদের। এমন ছবি প্রায় বিরল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

বর্তমান সময়কার রাষ্ট্রগুলো বিছিন্নভাবে এবং বিশ্বব্যবস্থা সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত যেসমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সেগুলোর সঠিক সমাধানে টেকসই উন্নয়ন প্রপঞ্চাকে একটি সম্বন্বিত এজেন্দা এবং একটি অবশ্য মান মৌলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে এজেন্দা-২০৩০ অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থানীয়করণকে গুরুত্ব দেয়। এতে বলা হয়, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকার এবং সরকারী সংস্থাগুলো আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, উপ-আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, একাডেমিয়া বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনহিতকর সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবক দল বা গোষ্ঠী এবং অন্যান্যদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায় এবং জাতীয় সরকারগুলোর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতা রয়েছে যে, নিজ নিজ এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন অর্জনে স্থানীয় অংশীদারদের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছে, বিশেষ করে এনজিও এবং বেসরকারি খাত, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে নিয়ে সম্বন্বিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে। তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকার তাই বিশেষ করে দারিদ্র ও প্রান্তিক অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অপরিহার্য রাখে। স্থানীয় সরকার কেবল মৌলিক পরিষেবাগুলোতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে না, দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও একটি কার্যকর প্লাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখে। গ্রাম বাংলার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এক্ষেত্রে সম্ভবত একমাত্র কার্যকর সমাধান যার মাধ্যমে সরকার তার গৃহীত নীতিমালাকে অন্তর্ভুক্তি-মূলক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এসডিজি অর্জনে প্রাসঙ্গিক উন্নয়নের অগ্রাধিকার এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন, যেখানে উন্নত পরিষেবা সরবরাহের নীতিমালা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার সবচেয়ে উপযুক্ত যা দরিদ্র মোকাবিলা, বৈষম্য হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং লিঙ্গীয় সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় সরকারে কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে আরও পরিসর এবং প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের সাথে আপস করা উচিত হবে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। বৈষয়িক এজেন্দার স্থানীয়করণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা পর্যায়ক্রমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রসারিত হচ্ছে। এটি আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসের সাক্ষ্য।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল গঠন এবং ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত মানুষেরা বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধতা, বৈধব্য, পৌঢ়ত্ব, পরিবার প্রধান বা উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে অসহায়ত্ব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আঘাতের ফলে কমবেশি আক্রান্ত হয়। এধরণের সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল এবং এগুলো মোকাবিলা করাও কঠিন। স্থানীয় সরকার গ্রামাঞ্চলের বিশেষ করে জমি ও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। সরকারের এই স্তর, স্থানীয় খাদ্য শৃঙ্খল উন্নত করতে পরিবহন অবকাঠামো এবং বাজার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষি ও স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে পারে। স্থানীয় সরকার তার নির্বিশেষে নাগরিকদের জন্য বৈষম্যহীন পরিষেবা প্রদান এবং ন্যায্য কর্মসংস্থানের মাধ্যমে লিঙ্গীয় সমতা এবং নারী ক্ষমতায়নে মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে। সরকারের এ স্তর নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের সহিংসতা ও ক্ষতিকারক আচরণগুলো সনাক্তকরণ এবং তা মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের এ স্তর একইসাথে নারীর নিজস্ব অধিকার এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে স্থানীয় সরকার নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ সহ যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বা লিঙ্গ সংবেদনশীল নীতিমালা ও পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ অর্থবহ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের উভয় পর্যায়েই নীতিমালা সংস্কারের প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে স্থানীয় সরকার তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সাধারণত স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব এবং কার্যকর স্থানীয় প্রশাসন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নগর পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। স্থানীয় সরকার পরিবেশগত সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির গুণমান বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ দরিদ্ররা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে শহুরে দরিদ্রদের চেয়ে বেশি প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। পর্যাপ্ত সরকারি চিকিৎসক, কর্মচারী ও নার্সদের অভাব, ভুল রোগ নির্ণয়, রোগীদের প্রতি অবহেলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি এবং পেশাদার নৈতিকতার অভাবে গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করলেও বেশিরভাগ চিকিৎসক শহরকেন্দ্রিক এবং শহরে বাস করে। স্থানীয় নেতাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে নিঁল থেকে শীর্ষে নেতৃত্ব দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

কয়েকদশক ধরে স্থানীয় সরকারগুলো অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নতুন ধরণে, যেমন অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন এবং পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। এই লক্ষ্যটি আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোকে প্রসারিত করতে এবং সম্প্রদায়গুলোর কাছে আরও বেশি সংবেদনশীল হতে আহ্বান জানায়, যাতে সমাজের কোনো দল বা গোষ্ঠী বাদ না পড়ে। স্থানীয় সরকারের সর্বনিঁল স্তর ইউনিয়ন পরিষদ গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে সুশাসন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি। সর্বশেষ স্থানীয় সরকার (ইউপি) আইন ২০০৯ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি আমাদের স্থানীয় অংশীদারদের সমন্বয় বা একত্রিত করতে এবং আমাদের সর্বজনীন মানবতার একটি সাধারণ বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে নতুন অংশীদারিত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম করবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এমডিজির প্রাথমিক বাস্তবায়নের মতো এসডিজির ক্ষেত্রেও একটি জটিল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তৃণমূলের পরামর্শ এবং সহায়তার অভাব। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা ছিল সেটা হচ্ছে স্থানীয় মানুষের মালিকানাবোধের অভাব। স্থানীয় সরকারে সুশাসন, প্রত্যাশার দাবি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশল ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রচেষ্টাগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের আরও বৃহত্তর সহযোগিতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় ব্যবস্থা, পাশাপাশি এর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান প্রয়োজন।

কার্যকর জবাবদিহিযোগ্য ও স্বচ্ছতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সকল পর্যায়ে সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ-এর জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার সক্ষমতা, অংশগ্রহণের ব্যবস্থা এবং অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে সরকার ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সকল স্তরের মধ্যে নিয়মিত আর্থিক আলোচনা প্রয়োজন।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

ডা ক বা ক্স

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
বিদ্যাসাগর পল্লি,
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

মালদাঃ পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বকেয়া বিল পরিশোধ, কর্মীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নামলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। শুক্রবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি সত্য চৌধুরী ইনডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছায়। সেখানে জেলা প্রশাসনের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে দ্রুত দাবি পূরণের আবেদন জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যা নিয়ে তারা কাজ করছেন। প্রশাসন দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা।

হাওড়া ডিভিশনে রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

আর্থিক লিপি প্রতিবেদনঃ হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনের গুপ্তিপাড়া ও জিরাট স্টেশনের মাঝে 'ডাউন' লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ জুলাই ১৮০ মিনিটের (দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ জুলাই যে সমস্ত ট্রেন বাতিল থাকবে তার মধ্যে রয়েছে কাটোয়া থেকেঙ্খ ৩৭৭৪৮ এবং ব্যান্ডেল থেকেঙ্খ ৩৭৭৪৯। এছাড়াও, ব্লক চলাকালীন দিনগুলিতে ৩৭৯২৪ নম্বর ট্রেনটিকে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। উল্লেখ্য, ব্লকের আগে ৩৭৭৪৬ নম্বর ট্রেনটিই হবে শেষ ট্রেন এবং ব্লকের পরে ৩৭৯২৪ নম্বর ট্রেনটি হবে প্রথম ট্রেন।

এআইআইএইচ ও পিএইচ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন করল

কলকাতাঃ বিশ্বব্যাপী জনবিন্যাস সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, কলকাতার 'অল-ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ'-এর পরিসংখ্যান বিভাগ 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৬' উদযাপন করেছে। এ বছরের থিম ছিল; ততরুণদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণঙ্খ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য।দ এআইআইএইচওপিএইচ-এর অধিকর্তা ড. মানস কুমার কুণ্ডু উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি তরুণদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা ও জীবনযাত্রার সিদ্ধান্তকে সহায়তা করার জন্য জনবিন্যাস-সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে জনস্বাস্থ্য কাঠামোর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা ভারতের 'জনবিন্যাস লভ্যাংশ'-কে আরও শক্তিশালী করবে। এআইআইএইচওপিএইচ-এর ডিন ড. দেবাশিস দত্ত জনসংখ্যা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর সেগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ও অধিকর্তা-অধ্যাপক এস. কে. ভানাওয়াত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি 'ডেমোগ্রাফিক ফিউচারস সার্ভে (২০২৫,২৬)'-এর ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদন 'লাইভস, চয়েসেস অ্যান্ড ফিউচারস'-এর মূল ফলাফলগুলো উপস্থাপন করেন। তিনি আলোচনা করেন কীভাবে তথ্য-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন জনবিন্যাস ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত উদীয়মান সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা করতে পারে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তারা বিশেষজ্ঞ আলোচনা পেশ করেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. সুহৃতা সাহা তপরিবেশগত উদ্বেগ ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রশ্নদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 'ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা'-র সহযোগী অধ্যাপক ড. শাশ্বত ঘোষ তভারতে জনবিন্যাস পরিবর্তন ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীঙ্খ প্রবীণদের পরিচর্যায় ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জদবিষয়ে আলোচনা করেন। এআইআইএইচওপিএইচ-এর অধ্যাপক ড. সায়ন ভট্টাচার্যও তরুণদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে সামঞ্জস্যদ প্রতিপাদ্যের ওপর আয়োজিত পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন আলিতা সামন্ত, দেবস্মিতা রানা এবং অমৃতা সিং।তগভীরভাবে প্রোথিত লিঙ্গবৈষম্য ছাড়া কি স্বেচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনা মডেল টিকে থাকতে পারে? এবং তবয়স্ক জনগোষ্ঠী নিয়ে ভারত কি টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখতে পারবে? এই বিষয়গুলোর ওপর আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার জয় করেন ড. অংশু রঞ্জন, ড. শাগুফতা হক এবং রিতা শর্মা। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার প্রবণতা, উন্নয়নের সূচক এবং জনমিতি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে আয়োজিত একটি আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক এস. কে. ভানাওয়াত। পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক রাজীব প্রিয়দর্শীর আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল কর্মসূচি

নয়াদিল্লিঃ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল কর্মসূচি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উদ্যোগ। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা, কৃষকদের সহায়তা করা এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কমানোই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক ২০২৬ সালের ২৩ জুন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করে, যেখানে বিভিন্ন উদ্বেগের বিষয়ের উত্তর দেওয়া হয়। এছাড়াও, ৪ জুলাই ২০২৬ অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিও এ বিষয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা দেয়।এসব ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ইবিপি কর্মসূচি নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগ এখনও সামনে আসছে। নিচে দেওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী-তে এসব বিষয়ের তথ্যভিত্তিক ও প্রমাণসমর্থিত উত্তর তুলে ধরা হয়েছে। ইথানল নীতি কি তড়িঘড়ি করে চালু করা হয়েছে? প্রশ্ন ১. ইথানল কি ভারতের উদ্ভাবিত বা তড়িঘড়ি চালু করা একটি নতুন জ্বালানি? না। ইথানল কোনো নতুন জ্বালানি নয়। এক শতাব্দীরও বেশি আগে হেনরি ফোর্ড তাঁর মডেল টি গাড়িটি ইথানলে চালানোর উপযোগী করে তৈরি করেছিলেন। ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্র-এর মতো দেশ বহু দশক ধরে পেট্রোলে ইথানল মিশিয়ে ব্যবহার করে আসছে। ভারতে ইথানলের ব্যবহারও বর্তমান সরকারের অনেক আগে শুরু হয়েছিল। এটি দুই দশকেরও বেশি সময়জুড়ে চলা একটি যাত্রা। এর সংক্ষিপ্ত সময়রেখা নিচে দেওয়া হল-২০০১-পরীক্ষামূলকভাবে ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচি শুরু হয়।২০০৪-কর্মসূচিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।২০০৬- একাধিক রাজ্যে ই৫, অর্থাৎ ৫ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল চালু হয়। ২০১৩-র জানুয়ারি-ভারত গেজেট-এ নীতিগত কাঠামো প্রকাশ করা হয়, যেখানে ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। তা সত্ত্বেও, ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণের হার প্রায় ১.৫ শতাংশেই আটকে ছিল, কারণ শুধুমাত্র আখ থেকে দেশের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইথানল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছিল না। ২০১৮-র মে- জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতি -র মাধ্যমে আখের পাশাপাশি, ভুট্টা ও উদ্বৃত্ত শস্যকেও ইথানল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে, ইথানল উৎপাদন একটি সর্বস্তরের সরকারি উদ্যোগে পরিণত হয়।জুন ২০২১-নীতি আয়োগ গাড়ি নির্মাতা সংস্থা, তেল বিপণন সংস্থা এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ প্রকাশ করে। ২০২১-এর আগস্ট- আইওসিএল, বিপিসিএল এবং এইচপিসিএল নিশ্চিত ক্রয়চুক্তি ও ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা-সহ ডেডিকেটেড ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ আহ্বান করে। প্রশ্ন ২. ভারত কিভাবে এত দ্রুত ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যে পৌঁছাল? ২০২১ সালে, ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতে বছরে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি লিটার ইথানলের প্রয়োজন ছিল। নতুন বিনিয়োগের ফলে, উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে থাকায় বার্ষিক ইথানলের প্রাপ্যতা প্রায় ১,২০০ কোটি লিটারে পৌঁছে যায়। পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পর ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণে এগিয়ে যাওয়া ছিল একটি যৌক্তিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ। ইথানল মিশ্রণের হার বৃদ্ধির এই যাত্রাই প্রমাণ করে যে, এটি কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়, ধাপে ধাপে গৃহিত পরিকল্পনা ও ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতির ফল।ব্রাজিল বিশ্বের প্রথম বৃহৎ ইথানলভিত্তিক জ্বালানি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলেছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই কয়েক দশক সময় নিয়েছিল। ভারত সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বাইরে থেকে যেটিকে দ্রুত অগ্রগতি বলে মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা ছিল দুই দশকের প্রস্তুতি এবং তার পর সুপরিকল্পিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বাস্তবায়নের ফল। যানবাহনের সামঞ্জস্যতা ও গ্রাহকের পছন্দ-প্রশ্ন ৩. প্রিমিয়াম পেট্রোলের মতো আমি কেন পাম্পে গিয়ে সাধারণ পেট্রোল, ই১০ এবং ই২০-এর মধ্যে পছন্দ করতে পারি না? ভারতে শোধনাগার, টার্মিনাল ও পাইপলাইনের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক লক্ষেরও বেশি খুচরা জ্বালানি বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালিত হয়।

সারা দেশে তিন ধরনের পৃথক বেস জ্বালানি মজুত রাখতে গেলে ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং প্রতিটি পাম্পে গুণমান নিয়ন্ত্রণও আরও জটিল হয়ে পড়বে।প্রিমিয়াম পেট্রোলের সঙ্গে এর তুলনা করা যথাযথ নয়। এটি সীমিত পরিমাণে বিক্রি হওয়া একটি বিশেষ সংযোজনযুক্ত জ্বালানি, যা বেশি দামে বিক্রি হয়। এটি সারা দেশের জন্য পৃথক একটি বেস জ্বালানি নয়। এছাড়াও ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা অবকাঠামোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ইথানল কারখানা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং সরবরাহ অবকাঠামো গড়ে তুলতে বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার অর্থায়ন করেছে। এখন আবার ই১০-এ ফিরে গেলে এই বিপুল বিনিয়োগ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং যেসব কৃষক ও উদ্যোক্তা আস্থা রেখে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। প্রশ্ন ৪. ই২০ চালুর আগে কি সত্যিই গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল? হ্যাঁ। এই পরিবর্তনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ ই২০ চালুর অনেক আগেই গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল। ২০২০-২১ সালেই নির্মাতাদের সঙ্গে ই১০-এর সামঞ্জস্যতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ভারত ২০২২ সালের জুন মাসে, নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মাস আগেই, ই১০-এর লক্ষ্য পূরণ করে। ই২০-এর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি ছিল আরও বিস্তৃত ও কঠোর। ইঞ্জিনের ক্যালিব্রেশন, জ্বালানি ব্যবস্থা, রাবারের বিভিন্ন উপাদান, নির্গমন এবং জ্বালানি দক্ষতা- সবকিছুই একাধিক ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়, তারপরই ই২০ পেট্রোল পাম্পে সরবরাহ করা হয়। ই২০-এর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলি কখনও এই জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি বহাল রাখত না। প্রশ্ন ৫. ই২০ ব্যবহারে কি আমার গাড়ির মাইলেজ কমবে বা কার্যক্ষমতা হ্রাস পাবে?-কিছু গাড়ির ক্ষেত্রে জ্বালানি সাশ্রয়ের হার ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। তবে, বাস্তব পরিস্থিতিতে গাড়ির মাইলেজ মূলত চালানোর অভ্যাস, টায়ারের বায়ুচাপ, নিয়মিত সার্ভিসিং এবং এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের ওপর বেশি নির্ভর করে, জ্বালানির ধরনের ওপর নয়। তাই মাইলেজই পুরো বিষয়টি নির্ধারণ করে না।জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি, ই২০-এর আরও বেশ কয়েকটি কর্মক্ষমতা ও পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে-এর রিসার্চ অকটেন নম্বর প্রায় ১০৮.৫, যেখানে সাধারণ পেট্রোলের ক্ষেত্রে তা ৮৪.৪। এটি ভারতীয় পেট্রোলের কার্যকর অকটেন রেটিং প্রায় ৯৫-এ উন্নীত করে, ফলে আধুনিক ইঞ্জিনে জ্বালানির দহন আরও উন্নত হয়।ই২০-এর জন্য উপযোগী করে তৈরি গাড়িগুলি আরও মসৃণ ত্বরণ প্রদান করে। ই২০-এর অ্যান্টি-নক বৈশিষ্ট্য আরও উন্নত। এটি ইঞ্জিনকে আরও পরিচ্ছন্নভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং ক্ষুদ্র কণাজাতীয় দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।ই২০ ব্যবহারে সমগ্র জীবনচক্রে কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। প্রশ্ন ৬. আমার গাড়ির ম্যানুয়ালে ই১০ লেখা আছে। এর অর্থ কি ই২০ আমার গাড়ির জন্য নিরাপদ নয়?না। কোনো গাড়ির ম্যানুয়ালে যে জ্বালানির মান উল্লেখ থাকে, তা গাড়িটির সার্টিফিকেশন হওয়ার সময়কার প্রচলিত মানকে নির্দেশ করে। এর অর্থ এই নয় যে, বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের মাধ্যমে জ্বালানির মান উন্নীত হওয়ার পর সেই গাড়ি হঠাৎ করেই অনিরাপদ হয়ে পড়বে।ই২০ চালুর আগে সরকার গাড়ি নির্মাতা সংস্থা এবং তেল বিপণন সংস্থাগুলিকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। ২০২১ সালের নীতি আয়োগের রোডম্যাপে ই১০ থেকে ই২০-এ রূপান্তরের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল এবং গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিকে এ জন্য কয়েক বছর আগেই প্রস্তুতির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন ৭. ই২০ কি পুরনো গাড়ির রাবারের যন্ত্রাংশ, ফুয়েল লাইন বা ইঞ্জিনের ক্ষতি করবে? ই১৫-এর বেশি ইথানলযুক্ত জ্বালানি ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে সারা ভারতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাজারে আসার আগে ই২০-র ওপর ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব, ক্ষয়প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং গাড়ি চালানোর সক্ষমতা নিয়ে বিস্তৃত পরীক্ষাগারভিত্তিক পরীক্ষা ও মাঠপর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। ২০২৫,২৬ অর্থবর্ষে মারুতি সুজুকি মোট ২.৮৪ কোটি গাড়ির সার্ভিসিং করেছে, যার মধ্যে ১.৫ কোটি ছিল এমন পুরানো গাড়ি, যেগুলি কখনও ই২০-এর জন্য সার্টিফায়েড ছিল না। তবুও ই২০-জনিত কোনো ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি ই২০ সত্যিই রাবারের পাইপ, ফুয়েল লাইন বা ইঞ্জিনের ক্ষতি করত, তাহলে, বিপুল সংখ্যক ওয়ারেন্টি দাবি এবং অভিযোগ সামনে আসত। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি।এছাড়া, ভারতে ইথানল সরবরাহ ব্যবস্থাও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। ইথানল এবং ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলকে-এর কঠোর মানদণ্ড পূরণ করতে হয় এবং ডিস্টিলারি থেকে ডিপো হয়ে খুচরা জ্বালানি বিক্রয়কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে এর গুণমান পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি, জ্বালানিতে ভেজাল রোধে সব রাজ্যের মুখ্য সচিবদের শূন্য সহনশীলতার নীতি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূল্য নির্ধারণ ও অর্থের যথাযথ মূল্য-প্রশ্ন ৮. ইথানল তো তুলনামূলকভাবে সস্তা জ্বালানি। তাহলে ই২০-এর দাম সাধারণ পেট্রোলের চেয়ে কম নয় কেন?সরকার নিশ্চিত করে যে এই কর্মসূচির আওতায় সরবরাহ করা ইথানলের জন্য কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পান। উদাহরণস্বরূপ, ভুট্টাভিত্তিক ইথানল প্রতি লিটার প্রায় ৭১.৮৬ দরে কেনা হয়। এর সঙ্গে পরিবহণ এবং সংরক্ষণ ব্যয় এখনও যুক্ত হয় না।আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যদি প্রতি ব্যারেল প্রায় ৭০ মার্কিন ডলার থাকে, তাহলে ই২০ উৎপাদনের খরচ সাধারণ পেট্রোলের সমান বা কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি হতে পারে। অপরিশোধিত তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে প্রতি ব্যারেল প্রায় ১২০ থেকে ১৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি হলে তবেই ইথানল তুলনামূলকভাবে সস্তা বিকল্প হয়ে ওঠে।তবুও, ই২০-এর দাম সাধারণ পেট্রোলের সমান হলেও গ্রাহকরা এর সুবিধা পান।

বর্তমানে, ভারতে বিক্রি হওয়া প্রতি লিটার পেট্রোলের প্রায় ২০ শতাংশই দেশীয়ভাবে উৎপাদিত ইথানল। অপরিশোধিত তেলের মতো ইথানলের দাম ব্রেন্ট ক্রুড-এর দামের ওঠানামা, যুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক পরিবহণ ব্যবস্থার বিঘ্নের ওপর নির্ভরশীল নয়।অর্থাৎ, আপনার গাড়ির প্রতিটি ফুয়েল ট্যাঙ্কের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এখন স্থিতিশীল দেশীয় উৎস থেকে আসে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক তেলের দামের ধাক্কার প্রতি ভারতের নির্ভরতা কমে এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হয়। প্রশ্ন ৯. ইথানল মিশ্রণ কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে পেট্রোলের দাম আরও স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে? পেট্রোলে মেশানো প্রতিটি লিটার ইথানলের অর্থ চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা- কম অপরিশোধিত তেল আমদানি, কম বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়, ভারতীয় কৃষকদের বেশি আয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য তুলনামূলকভাবে আরও স্থিতিশীল পেট্রোলের দাম। ইথানল মিশ্রণ একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রথা-ইথানল মিশ্রণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত একা নয়। বর্তমানে এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত একটি জ্বালানি নীতি। বিশ্বের বেশ কয়েকটি প্রধান অর্থনীতি তাদের জ্বালানি কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে ইথানলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র- সারা দেশে ই১০-ই হল, প্রচলিত ইথানল-মিশ্রিত জ্বালানি। মার্কিন সরকারের সহায়তায় ই১৫-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ ফ্লেক্স-ফুয়েল যানবাহন রয়েছে, যেগুলি ই৮৫ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতে চলতে সক্ষম। ব্রাজিল-ইথানল ব্যবহারে ব্রাজিল এখনও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ। বর্তমানে সেখানে ই২৭ মানক পেট্রোল হিসেবে বাধ্যতামূলক এবং তা বাড়িয়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন বিক্রি হওয়া গাড়ির ৮০ শতাংশেরও বেশি ফ্লেক্স-ফুয়েল যানবাহন, যা ই২৭, ই৩০ অথবা বিশুদ্ধ জলযুক্ত (হাইড্রাস) ইথানলে চলতে পারে।জাপান- জাপানও ধাপে ধাপে ই১০ চালুর মাধ্যমে তাদের জ্বালানি ব্যবস্থায় ইথানলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়াও কানাডা, থাইল্যান্ড এবং ইউরোপের একাধিক দেশ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কৌশলের অংশ হিসাবে ইথানল মিশ্রণ গ্রহণ করেছে। জ্বালানি নিরাপত্তার এক পরীক্ষিত পথ-ভারতে ইথানলের যাত্রা দুই দশকেরও বেশি সময়ের। ২০০১ সালে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং পরবর্তীকালে নীতিগত সংস্কার, শিল্পক্ষেত্রের সহযোগিতা ও ধারাবাহিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এটি বিকশিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য অর্জন কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফল নয়, বরং সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি ও ধারাবাহিক বাস্তবায়নের নির্দেশক।ই২০ চালুর প্রতিটি ধাপে গাড়ি নির্মাতা সংস্থা, পরীক্ষণ সংস্থা, জ্বালানি বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান এবং কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ইঞ্জিন বা যন্ত্রাংশের ক্ষতির দাবিগুলি মারুতি সুজুকি ও হিরো মোটোকর্প-এর রক্ষণাবেক্ষণাধীন কোটি কোটি গাড়ির সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। উপলব্ধ তথ্যপ্রমাণে এই দাবিগুলির সমর্থন মেলেনি।ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল (ইবিপি) কর্মসূচি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করেছে, অপরিশোধিত তেল আমদানি কমিয়েছে, দূষণ হ্রাস করেছে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করেছে। ই২০ একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং সুপরীক্ষিত জ্বালানি, যা বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন এবং শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এটি আত্মনির্ভর, সুস্থায়ী এবং জ্বালানি-নিরাপদ ভারত গঠনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মিড ডে মিল ও ছাত্রাবাসের তছরুপ চিত্রে পাঁচলা ব্লক

পাঁচলাঃ হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সূত্রে জানা গেল জেলা স্থিত প্রায় সবকটি হাইস্কুলই মিড ডে মিলের অর্থ তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত। সমান দায়ে অভিযুক্ত ছাত্রাবাসের হিসেবেও। এ প্রসঙ্গে তদন্তে নেমে বিভিন্ন ব্লক ঘুরে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে আর পাঁচটা ব্লককে পিছনে ফেলে দিয়েছে পাঁচলা ব্লক। আধিকারিক সূত্রে খবর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জমা দেওয়া অভিযোগ পত্র অনুযায়ী পাঁচলা ব্লকের পনেরটি স্কুলে মিড ডে মিলের পুকুর চুরি দশা। এগুলির মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পাঁচলা আজিম মোয়াজ্জেম হাইস্কুল, হাকোলা উমেশচন্দ্র হাইস্কুল, তালবান্দি বেলায়েত আলি হাইস্কুল,নয়াচক যদুনাথ ও শুভরআড়া হাইস্কুল, দেউলপুর হাইস্কুল, পি এন মান্না বেললডুবি হাইস্কুল প্রভৃতি। এবং পাশাপাশি গঙ্গাধরপুর গার্লস বয়েজ, জুজারসা বিবেকানন্দ, জয়নগর পল্লীশ্রী সহ আরো অনেক বিদ্যালয়।কিন্তু শেষ কথা যেটা উঠে আসছে, সেটা হলো সব কটিরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রক ছিলেন বিগত দিনের পাঁচলা বিধান সভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক জনাব গুলশান মল্লিক।এবং তার নিয়ন্ত্রক বাহিনী হীরা, আলাকাশ, মাইকেল, সিরাজুল জাহাঙ্গীর। এবং পাঁচলার বর্তমান এ আই অমৃত সামন্ত,পাঁচলা নর্থের এস আই অমৃতা সিনহা এর নামও ঘুরে ফিরে আসছে অভিভাবক, অভিভাবিকা সহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মুখে। সেই সঙ্গে উঠে আসছে তারই শিখণ্ডী টি আই সি, এ এইচ এম কিম্বা গ্রুগ ডি ঐ সকল স্কুলের সর্বময় কর্তাদের নামও। নয়াচক স্কুলের পোস্টার কাণ্ডের তদারকি করতে গিয়ে জানা গেল ইতিমধ্যে হাকোলা উমেশ চন্দ্রের সিরাজুল মল্লিক তছরূপ কাণ্ডে ফেরার। আলাকাশ ফেরার থেকে ফিরে ভোল পাল্টে শান্তিশ্রী।

তালবান্দির সুরাহাজি বেপাত্তা। সংগঠন সূত্রে খবর এই হাজীজী আবার নিজের স্ত্রীকে মিড ডে মিল কর্মী হিসাবে দেখিয়ে রেখেছেন অথচ একদিনও কাজে যোগ দেননি।

কিন্তু মাইনে তুলেছেন মাসের পর মাস। এবং এখনো তুলে যাচ্ছেন বলে জানালেন সংগঠনের স্বয়ংসেবক অভিলাষ ঘোষ। তিনি জানালেন এই স্কুলের টি আই সি ও গ্রুপ ডি জাহাঙ্গীর আলির উপর স্থানীয়দের প্রচণ্ড আক্রোশ।

হিংসা এড়াতে আমরা এখনি মুভমেণ্ট করছি না ঠিকিই। তবে মিড ডে মিল ও ছাত্রাবাস নিয়ে যে তছরুপের চিত্র ফুটে উঠেছে তার পূর্ণ তদন্ত হবে এবং দায়িত্বে থাকা স্কুল প্রধানকে অবশ্যই খেসারত দিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অসুস্থ অভিনেতা রাজেশ শর্মাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। ছবি - চিত্রভানু পাঠক।

মালদার শহরের বুকে ঘটল ভয়াবহ চুরির ঘটনা

তন্ময় মাহারা, মালদাঃ ফের মালদার শহরের বুকে ঘটল ভয়াবহ চুরির ঘটনা! রাতের অন্ধকারে নয়, প্রকাশ্য দিনের আলোয় রেল কোয়ার্টারের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা সহ নগদ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হল মালদা শহরের ঝলঝলিয়া রেলওয়ে ব্যারাক কলোনী এলাকায়। জানা গেছে, ওই এলাকার এক রেল কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন বসবাস করেন পেশায় রেল কর্মচারী মনোজ কুমার আগরওয়ালা। বুধবার তার বাড়িতেই চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বুধবার বেলা পৌনে এগারোটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত মনোজবাবুর রেল কোয়ার্টারে ছিলেন না। কোয়ার্টারে তালা মেরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মহানন্দাপল্লী এলাকায় তার নতুন বাড়িতে যান। সেখান থেকে বেলা দেড়টা নাগাদ রেল কোয়ার্টারে ফিরে আসেন। আর ফিরে এসে কোয়ার্টারে ঢুকতে গিয়েই তাদের চোখ কার্যত কপালে ওঠে। লক্ষ্য করেন কোয়ার্টারের জানালা ভাঙা। ঘরের আলমারি ভাঙা। আলমারির লকারে রাখা নগদ লক্ষাধিক টাকা সহ কয়েক লক্ষ টাকার সোনার অলঙ্কার উধাও। যা দেখেই মনোজবাবুর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন ইংরেজবাজার থানায়। খবর পাওয়ার আধঘন্টার মধ্যেই পুলিশ গিয়ে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে' তদন্ত শুরু করে। তবে তদন্ত শুরু করলেও, শুক্রবার খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ চুরির কোন কিনারা করতে পারেনি বলে জানা গেছে।

লাইফস্টাইল কর্নার ১

কম বয়সে হাতের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে ? মাত্র ৭ দিনে সুন্দর হাত পেতে ব্যবহার করুন এই বীজ

মুখের চামড়া টানটান ও উজ্জ্বল রাখতে যত্নের ত্রুটি রাখা হয় না। মুখে যাতে বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য রোজের নাইট ক্রিম, ডে ক্রিম, পার্লার থেকে ফেশিয়াল; সব করা হয়। কিন্তু বয়সের ছাপ শুধু মুখেই পড়ে না। মুখের দিকে নজর দিতে গিয়ে বাদ পড়ে যায় শরীরের আর পাঁচটি অঙ্গ। তার মধ্যে সব থেকে উপেক্ষিত হলো আমাদের হাত।এই হাতই সবচেয়ে সক্রিয় অঙ্গ। আজকাল ৩০ পেরোলেই হাতের চামড়া কুঁচকে যেতে শুরু করে। তবে হাতকে টানটান ও সুন্দর রাখার উপায় আছে। সেই পদ্ধতি জানলে অবাক হতে হবে।কী সেই উপায়? চলুন দেখে নেওয়া যাক। ফ্ল্যাক্স সিড বা তিসির বীজের কথা সবাই জানে।এই বীজে রয়েছে ভাল মানের ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার ও প্রোটিন। ডায়েটে ফ্ল্যাক্স সিড শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

এই বীজ সমানভাবে হাতকে টানটান রাখার মন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। একটি পাত্রে দুই চামচ ফ্ল্যাক্স সিড দিন। এক কাপ জল দিয়ে ওভেনে বসিয়ে ১৫ মিনিট ফুটতে দিন। ফোটানোর সময় ভাল করে নাড়তে থাকুন।ফুটতে থাকলে সাদা ফেনা দেখা গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। একটি পরিস্কার কাপড়ে সম্পূর্ণ ফ্ল্যাক্স সিডের মিশ্রণটি ঢেলে নিন। একটি পরিস্কার কৌটোয় মিশ্রণটি থেকে নিংড়ে জেলি বের করে স্টোর করুন। হাতে মাখানোর সময় ছোট্ট পাত্রে ২ চামচ ফ্ল্যাক্স সিডের জেলি নিন। তার সঙ্গে দিন এক চামচ টক দই যা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে পারে। এতে দিন এক চামচ চালের গুঁড়ো ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে দিন। সম্পূর্ণ মিশ্রনটি ভাল করে মিশিয়ে হাতের পাতায় মাখিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। তাড়াতাড়ি ও ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে তিনদিন হাতে ব্যবহার করুন। হাতের নরম ও টানটান ভাব ফিরে আসবে খুব সহজেই।

লাইফস্টাইল কর্নার ২

বর্ষায় ভেজা জুতোর দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছেন না ? ঘরোয়া টোটকায় কীভাবে মিলবে সমাধান

বাংলায় বর্ষা হাজির। অফিসের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েই হঠাৎ বৃষ্টিতে কাকভেজা। জুতো, মোজা ভিজে একেবারে চুপচুপে। তাই পরেই সারাদিন কাটিয়ে দিতে হবে। একটু বাদে জুতো খুলতেই বিকট গন্ধ !সেই গন্ধে আশেপাশের সকলের বাঁকা নজর। সত্যি লজ্জারই ব্যাপার।এই পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা অনেকেই হই। তবে সমস্যা থাকলে তার সমাধানও আছে অবশ্যই। হাতের কাছেই রয়েছে এমন কিছু ঘরোয়া জিনিস যা দিয়ে এই সমস্যা হবে গায়েব।অল্প পরিমাণ বেকিং সোডা নিয়ে ছোট পুঁটলি বানিয়ে মোজার মধ্যে রেখে দিন। দেখবেন মোজা থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে। বাড়িতে ফিরেই সবার প্রথম জুতো ধুয়ে নিন।পরেরদিন বেরনো থাকলে হেয়ার ড্রায়ার চালিয়ে হালকা শুকিয়ে নিন। এক টুকরো কাপড় বা তুলো লবঙ্গ তেলে ভিজিয়ে জুতোর মধ্যে রেখে দিন সারারাত। জুতোর দুর্গন্ধ দূর হবে। ন্যাপথ্যালিন গুঁড়ো করে নিন। ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে তা মিশিয়ে রাখুন। এই মিশ্রণটি জুতোর মধ্যে ছড়িয়ে দিন। দেখবেন জুতোয় আর দুর্গন্ধ হচ্ছে না এবং জলও শুকিয়ে গেছে। জুতোর মধ্যে এক টুকরো ফেব্রিক সফটনার সিট রেখে দিন রাতে। পরদিন সেটি বের করে জুতা পরুন। বাজে গন্ধ একেবারে দূর হয়ে যাবে।ফুটন্ত জলে টি ব্যাগ ফেলে রাখুন ২ মিনিট। টি ব্যাগ ঠাণ্ডা হলে জুতোর মধ্যে রেখে দিন। এক ঘণ্টা পর তা সরিয়ে জুতোর ভেতরের অংশ ভাল করে মুছে নিন। দুর্গন্ধের পাশাপাশি দূর হবে ভেতরের ব্যাকটেরিয়াও। বাড়িতে ফিরেই ভিজে জুতো ভালো করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিতে পারেন। তারপর জুতোর মধ্যে কিছু পরিমাণ বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন। পরের দিন জুতোর ভিতর ভালো করে মুছে ফেলুন। গন্ধ দূর হবে।জুতো পরার আগে পায়ে বেবি পাউডার মেখে নিন। মোজার ভিতরেও কিছুটা বেবি পাউডার ছিটিয়ে নিন। পা ঘামতে শুরু করলে বেবি পাউডার তা শুষে নেবে। ফলে দুর্গন্ধ হওয়ার প্রবণতা কমবে।জুতোর ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাদা ভিনিগারও দারুণ কাজ দেয়। সম পরিমাণ জল এবং ভিনিগার মিশিয়ে জুতোর ভিতর স্প্রে করে শুকিয়ে নিন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সাদা ভিনিগার জুতোর দুর্গন্ধ দূর করে দেবে। ছোট কাপড়ে লবঙ্গ ভরে পুঁটলি করে জুতো-মোজার ভিতর পুরে দিন। কয়েক ঘণ্টা পর দেখবেন দুর্গন্ধ চলে গেছে।ঢাকা জুতোর বদলে খোলা জুতো পরুন, এতে পায়ে হাওয়া লাগবে এবং ঘাম হবে না।স্নান করবেন যখন রোজ ভালো করে পায়ে সাবান দিন। সাবান দিয়ে পায়ের পাতা ভালো করে পরিষ্কার করুন। একে নিজের রোজের অভ্যাসে পরিণত করুন। ঘামের গন্ধও দূর হবে, জীবাণুরা পালাবে।স্নান করার পর ভালো করে পা শুকিয়ে তারপর জুতো বা মোজা পরবেন।এক মোজা একাধিক দিন পরবেন না।তাতে পায়ে অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়, এমনকি ফাঙ্গাসও হতে পারে।রোজ মোজা কেচে দিন।এতে মোজার মধ্যে লেগে থাকা ঘাম এবং গন্ধ দূর হবে।

এক ঝলকে

১) দুর্যোগকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমিরের এই গোপন ও রাজকীয় বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন প্রায় ১৫০ জন ঘনিষ্ঠ অতিথি। যেখানে নজর কেড়েছে আমিরের প্রথম দুই পক্ষের তিন সন্তান;ইরা, জুনেইদ ও আজাদ। তবে বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই বলিপাড়ার অন্দরে এখন একটাই গুঞ্জন; তৃতীয় স্ত্রী গৌরীকে বিয়ের পর ঠিক কী উপহার দিলেন আমির? গত ৫ জুলাই পালি হিলের নিজের বিলাসবহুল সমুদ্রমুখী বাংলোয় তৃতীয়বারের জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন আমির খান। পাত্রী গৌরী। দুর্যোগকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমিরের এই গোপন ও রাজকীয় বিয়েতে হাজির হয়েছিলেন প্রায় ১৫০ জন ঘনিষ্ঠ অতিথি। যেখানে নজর কেড়েছে আমিরের প্রথম দুই পক্ষের তিন সন্তান;ইরা, জুনেইদ ও আজাদ। তবে বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই বলিপাড়ার অন্দরে এখন একটাই গুঞ্জন; তৃতীয় স্ত্রী গৌরীকে বিয়ের পর ঠিক কী উপহার দিলেন আমির? আইনি মতে সইসাবুদ করে বিয়ে সারেন আমির ও গৌরী। বিয়ের দিন অফ-হোয়াইট লহেঙ্গায় সেজেছিলেন কনে, আর আমিরের পরনে ছিল সাবেকি সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। তবে সব আলো কেড়ে নিল গৌরীর অনামিকায় জ্বলজ্বল করা একটি সোনালি আংটি। যেমন-তেমন আংটি নয়, এটি আসলে এক বিরল শিল্পকর্ম। বিদেশের এক নামী জুয়েলারি ব্র্যান্ডের তৈরি এই আংটির ঠিক মাঝে বসানো রয়েছে বিশালাকার এক বহুমূল্য রুবি বা চুনি। প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি, এই একটিমাত্র আংটি নিখুঁতভাবে তৈরি করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ তিন মাস বা প্রায় ২৫৬ ঘণ্টা! শুধু তাই নয়, এর অভিনব নকশা ফুটিয়ে তুলতে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন প্রায় ১৩১ জন দক্ষ কারিগর। স্বভাবতই, গোটা বিশ্বে এই ডিজাইনের দ্বিতীয় কোনও আংটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গৌরীর হাত অবশ্য এই প্রথম দামি উপহারে সাজালেন না আমির। এর আগেও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে প্রেমিকার আঙুলে ৪০টি হিরে খচিত একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে নিজের ৬০তম জন্মদিনের জমকালো পার্টিতে গৌরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রথমবার প্রকাশ্যে আনেন আমির। তখন বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে খোলসা না করলেও, শেষমেশ দীর্ঘদিনের বান্ধবী গৌরীর সঙ্গেই চার হাত এক করলেন বলিউড সুপারস্টার।

২) অসুস্থ জনপ্রিয় অভিনেতা রাজেশ শর্মা। মঙ্গলবার রাতে হায়দরাবাদে ছবির শ্যুটিং চলাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেতা জানা যায়, শ্যুটিং করার সময় বিষাক্ত পোকার কামড়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় অভিনেতাকে। তড়িঘড়ি সেখান থেকে ফেরার পর অভিনেতাকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এখনও সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তারকা গত শুক্রবার অভিনেতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক এবং উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। এখন কেমন আছেন অভিনেতা? হাসপাতাল সূত্রের খবর, অভিনেতা রাজেশ শর্মা শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল। মুখ্যমন্ত্রীও অভিনেতার খোঁজ নিয়েছেন। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দ্রুত সুস্থতার জন্য যা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আগে অবস্থা ক্রিটিক্যাল ছিল। তবে ধীরে ধীরে রিকোভার করছে। আগের চেয়ে অনেকটাই স্থিতিশীল। বিগত দুদিন রাজেশের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল পরিবার ও প্রিয়জনেরা। সংক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণেশরীরে থাবা বসিয়েছে জ্বর। শ্বাসকষ্টেও ভুগছেন রাজেশ। চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন রাজেশ শর্মা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে সুদীপা জানিয়েছেন, এখন উনি আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো আছেন। কী ধরনের পোকা কামড়েছে তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং চিকিৎসকেরা তাঁর শারীরিক অবস্থার প্রতি নজর রাখছেন। প্রসঙ্গত, দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের সঙ্গে 'ফৌজি' সিনেমার শুটিং করাকালীনই বিষাক্ত মাকড়সার কামড় খান অভিনেতা। সেটে বিষাক্ত পোকা এল কীভাবে? সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে তদন্তের দাবিতে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির দ্বারস্থ সর্বভারতীয় সিনে সংগঠন 'অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'। তবে রাজেশের শারীরিক উন্নতির খবরে পরিবার যে কিছুটা স্বস্তি পেল সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রাজেশের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় তাঁর বৃদ্ধা মা। গত দু'দিনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে ওনার। রাজেশজির মা খুবই বয়স্ক। বোনও তখন বিদেশে ছিলেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুদীপা জানান, হায়দরাবাদে শুটিং সেরে বাড়ি ফেরার পরই ধুম জ্বর। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো সাধারণ জ্বর বা মশার কামড়ের কারণে এমন হয়েছে। তাই বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু পরে শারীরিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে। নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই ভর্তি করা হয়।

সিনেমা রিভিউ

ম্যাঁ ওয়াপাস আউঙ্গা'

পরিচালক - ইমতিয়াজ আলি।

অভিনয়ে - নাসিরুদ্দিন শাহ, শর্বরী, রজত কাপুর, দিলজিত।

ইমতিয়াজ আলির নতুন ছবি 'ম্যাঁ ওয়াপাস আউঙ্গা' দেশভাগের প্রেক্ষাপটে প্রেম, স্মৃতি ও হারিয়ে যাওয়া সময়ের এক আবেগঘন কাহিনি তুলে ধরে। নাসিরুদ্দিন শাহ, বেদাং রায়না ও শর্বরীর অভিনয়ে গড়া এই ছবি অতীত ও বর্তমানের টানাপোড়েনকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। সম্পর্ক, স্মৃতি আর হারিয়ে যাওয়া সময়ের গল্প। তাঁর নতুন ছবি 'ম্যাঁ ওয়াপাস আউঙ্গা'ও সেই পরিচিত আবেগের পথেই হাঁটে। তবে এবার প্রেমের গল্পের পাশাপাশি উঠে এসেছে দেশভাগের ক্ষত, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা মানসিক যন্ত্রণা এবং নিজের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ইশ্বর সিং গ্রেওয়াল (নাসিরুদ্দিন শাহ)। বয়স ৯৫ পেরিয়ে গেলেও তাঁর মনের এক কোণে এখনও রয়ে গেছে অবিভক্ত ভারতের স্মৃতি। স্ট্রোকের পর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া এই বৃদ্ধ বারবার ফিরতে চান সারগোধায়- সেই শহরে, যা দেশভাগের পর পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার অর্থ বুঝতে না পারলেও নাতি নির্ভয় (দিলজিত) ধীরে ধীরে দাদুর অতীতের দরজা খুলতে শুরু করে।বর্তমান ও অতীত- দুটি সময়কে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় ছবির চিত্রনাট্য। একদিকে নির্ভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, অন্যদিকে তরুণ ইশ্বর ও জিয়ার অসমাপ্ত প্রেমকাহিনি। ভিন্ন ধর্মের দুই মানুষের ভালোবাসা কীভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসার সামনে অসহায় হয়ে পড়ে, সেই গল্পই ছবির আবেগের মূল ভিত্তি। ইমতিয়াজ আলি দেশভাগের মতো সংবেদনশীল বিষয়কে কোনও একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেননি। বরং তিনি দেখিয়েছেন, সেই ভয়াবহ সময়ের নৃশংসতা কোনও এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ঘৃণা, প্রতিশোধ আর রক্তপাতের দায় বহন করেছে সকল পক্ষই। ছবির অন্যতম শক্তি এখানেই- এটি অতীতকে ব্যবহার করে বর্তমান সমাজের বিভাজনের প্রশ্ন তোলে। দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দেশভাগের ক্ষত, বিচ্ছেদের যন্ত্রণা এবং ফেলে আসা মানুষের অপরাধবোধ ধীরে ধীরে দর্শকের মনে জায়গা করে নেয়। বিশেষ করে উদ্বাস্তু মানুষের হারানো ঘরের প্রতি আকুলতা নিয়ে নির্মিত কয়েকটি দৃশ্য দীর্ঘ সময় মনে থেকে যায়। তরুণ ইশ্বরের ভূমিকায় বেদাং রায়না একজন স্বপ্নবাজ, প্রাণবন্ত এবং প্রেমে মগ্ন যুবকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যদিকে শর্বরী অভিনয় করেছেন জিয়া চরিত্রে, যে শুধুমাত্র প্রেমিকা নয়, বরং দেশভাগের আগের এক সহাবস্থানের প্রতীক। তাঁদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ইমতিয়াজ দেখাতে চেয়েছেন সেই সময়কে, যখন ধর্ম মানুষের পরিচয়ের একমাত্র মাপকাঠি ছিল না এবং ভালোবাসা সামাজিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারত। ছবির প্রথমার্ধে বেদাং ও শর্বরীর একাধিক দৃশ্যে দেখা যায় নিষ্পাপ প্রেম, চুরি করে দেখা করা, ছোটখাটো অভিমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন বোনা। একটি হারিয়ে যাওয়া দুলকে কেন্দ্র করে তাঁদের সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক মুহূর্ত তৈরি করা হয়, তা পুরনো দিনের প্রেমের আবহকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। তবে চিত্রনাট্য যতটা গভীর প্রেমের দাবি করে, পর্দায় সেই রসায়ন সবসময় সমানভাবে ধরা পড়ে না।অভিনয়ের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাসিরুদ্দিন শাহ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া, স্মৃতির ভেতর হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধের চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছবিকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। দিলজিৎ দোসাঞ্জও সংযত অভিনয় করেছেন, যদিও তাঁর চরিত্রকে অনেক সময় শুধুই তথ্য ব্যাখ্যা করার মাধ্যম বলে মনে হয়। সুতরাং ম্যাঁ ওয়াপাস আউঙ্গা' নিখুঁত সিনেমা নয়। কোথাও কোথাও এটি ছড়িয়ে পড়েছে, আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবেগকে পুরোপুরি স্পর্শ করতেও ব্যর্থ হয়েছে। তবুও দেশভাগের ক্ষত, হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা এবং নিজের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে যে আন্তরিকতার সঙ্গে ছবিটি তুলে ধরে, তা একে বিশেষ করে তোলে। এটি মূলত স্মৃতি, ক্ষমা এবং ঘরে ফেরার এক হৃদয়স্পর্শী গল্প, যা শেষ পর্যন্ত দর্শককে ভাবতে বাধ্য করে।

রহস্য-আবেগের নতুন বাংলা চলচ্চিত্র 'কুয়াশার আড়ালে'

কলকাতা ঃ বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন সংযোজন হতে চলেছে 'কুয়াশার আড়ালে'। পাহাড়, ঘন জঙ্গল এবং কুয়াশায় মোড়া প্রকৃতির অপূর্ব পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিটি রহস্য, আবেগ এবং মানবিক সম্পর্কের এক অনন্য কাহিনি তুলে ধরবে। ছবিটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন সুমিত দাস। এই চলচ্চিত্রটির নির্মাণে দৃঢ়ভাবে পাশে রয়েছেন প্রযোজক শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনেই ছবিটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থবহ বিষয়বস্তু এবং নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে সমকালীন বাংলা সিনেমায় একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলাই এই ছবির লক্ষ্য। 'কুয়াশার আড়ালে'-তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবণী, সায়ন্তন, মিঠুন এবং রেনিসা। প্রত্যেকেই তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে গল্পকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন রেনিসা, যার মাধ্যমে বড় পর্দায় তাঁর অভিষেক ঘটছে। সংবেদনশীলতা, দৃঢ়তা এবং আবেগে ভরপুর এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলবে বলেই নির্মাতাদের বিশ্বাস। ছবি প্রসঙ্গে লেখক ও পরিচালক সুমিত দাস বলেন 'কুয়াশার আড়ালে' শুধুমাত্র একটি রহস্যের গল্প নয়; এটি মানুষের অনুভূতি, সম্পর্ক এবং অজানার সন্ধানের গল্প। এই ছবিতে পাহাড়, জঙ্গল ও কুয়াশা যেন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সমর্থন ছাড়া এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতো না। পাশাপাশি বড় পর্দায় রেনিসার আত্মপ্রকাশ নিয়েও আমি অত্যন্ত আশাবাদী।অসাধারণ প্রাকৃতিক লোকেশন, শক্তিশালী অভিনয়, আবেগঘন চিত্রনাট্য এবং রহস্যময় পরিবেশ;সব মিলিয়ে 'কুয়াশার আড়ালে' বাংলা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। ছবিটির টিজার, ট্রেলার এবং মুক্তির দিনক্ষণ খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। কুয়াশার আড়ালে ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-সুমিত দাস, চিত্র গ্রহণে সৈকত মাইতি, প্রযোজক-শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায়, অভিনয়ে-রেনিসা, শ্রাবণী, সায়ন্তন ও মিঠুন।

কবিতা

আমাদের স্কুল

দীপায়ন বসু মল্লিক

খরির গন্ধ, কালো বোর্ড, টিনের ছাদের ছায়া,
নব্বইয়ের সেই স্কুল যেন স্মৃতির মরীচিকা।
টিফিন ভাগে বন্ধুত্ব ছিল, মাঠে ছিল প্রাণ,
ছুটির ঘণ্টায় ভেসে উঠত শৈশবেরই গান।

আজ স্মার্ট বোর্ড, ডিজিটাল ক্লাস, প্রযুক্তিরই হাত,
একটি ক্লিকেই বিশ্বজোড়া জ্ঞানের খোলে হাট।
বইয়ের পাতার পাশাপাশি স্ক্রিনতেও শেখায় পাঠ,
নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে রথ।

তবু কোথায় মাঠের হাসি, গল্পগুলো ক্ষণ?
মোবাইলের পর্দায় আজ ব্যস্ত অস্থির মন।
প্রযুক্তি যে আশীর্বাদ, অভিশাপের নয় ;
তবু মানুষ গড়ার পাঠ যেন হারিয়ে না যায়।

নব্বইহোক কিংবাএকবিংশ আজ, বদলেছে পরিবেশ,
শিক্ষার সাতে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানের আবেশ।
সময়ের সাথে বদলক সব, থাকুক এই মূলমন্ত্র ;
মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ ঠিকানা, আমাদেরই স্কুল।

এফিডেভিট

আমি মিন্টু বর্মন (Mintu Barman) এখন থেকে বিপুল বর্মন (Bipul Barman) নামে পরিচিত হব। গত 3/6/2026 তারিখের মাথাভাঙ্গা নোটারি পাবলিকের হলফনামা অনুযায়ী এই পরিবর্তন করা হলো, কারণ আমার আধার কার্ড (নং 765323716547) এ আমার নাম ভুল উল্লেখ করা ছিল। ঠিকানা গ্রাম-অশোকবাড়ী পার্ট-১, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

প্রকাশক : আশিস্ লাহা কর্তৃক যাদুভিটা, পোস্ট অফিস- চম্পাসাড়ি, পি.এস- প্রধান নগর, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৩ থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রক আশিস্ লাহা কর্তৃক ইকো প্রিন্টিং প্রেস যাদুভিটা, পোস্ট অফিস- চম্পাসাড়ি, পি.এস- প্রধান নগর, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত • স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা • কার্য নির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী • সম্পাদক : আশিস্ লাহা
RNI No. : WBBEN/2005/15658